West Bengal Government College Teachers' Association

36th Annual Conference

WEST BENGAL GOVERNMENT COLLEGE TEACHERS' ASSOCIATION

WBGCTA

26 - 27 January 2008

যাঁদের হারিয়ে আমরা শোকাহত

- অধ্যাপক অরুণ চৌধুরী
  ইংরাজী বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ

- অধ্যাপিকা গীতা মুখার্জী
  সংস্কৃত বিভাগ, হেস্টিংস হাউস

- অধ্যাপক গৌতমলাল চক্রবর্তী
  ফিজিওলজি বিভাগ, হুগলি মহসিন কলেজ

- অধ্যাপক মহাদেব খান
  অঙ্ক বিভাগ, হুগলি মহসিন কলেজ

- অধ্যাপক মৃন্ময় চক্রবর্তী
  বাংলা বিভাগ, চন্দননগর সরকারী কলেজ

- অধ্যাপক শঙ্কর নারায়ণ সেন
  বাণিজ্য বিভাগ, মৌলনা আজাদ কলেজ

সত্যমেব জয়তে

মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

নং - ৩১০ - পি.সি.এম.

২১ জানুয়ারি, ২০০৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির ৩৬তম বার্ষিক সম্মেলন আগামী ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি, ২০০৮ প্রেসিডেন্সি কলেজের ডিরোজিও সভাঘরে অনুষ্ঠিত হবে জেনে আনন্দিত হয়েছি।

সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য)

অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস
উপাচার্য

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
জোড়াসাঁকো অঙ্গন
৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭, দূরভাষ: ২২৬৯-১৩২৮
মরকতকুঞ্জ অঙ্গন
ফ্যাক্স: ৯১(০৩৩)২৫৫৬-৮০৭৯, ই-মেল: rbreg@cal3.vsnl.net.in
বাসস্থান দূরভাষ: ২৬৪২-৭২৫১

নং: উপাচার্য/২০৬৩

শ্রী হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য,
সাধারণ সম্পাদক,
পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি,
১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

তারিখ: ৭ জানুয়ারী, ২০০৮

মাননীয় মহাশয়,

আগামী ২৬ এবং ২৭ জানুয়ারী, ২০০৮ পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির ৩৬তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। সমিতির চিন্তাভাবনা আমাদের উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কার্যকর উদ্যোগ নিতে সাহায্য করবে আশা করি। আমি এই সম্মেলনের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করি।

শুভেচ্ছান্তে-

(করুণাসিন্ধু দাস)
উপাচার্য

SUDARSAN RAYCHAUDHURI
MINISTER-IN-CHARGE
HIGHER EDUCATION
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
BIKASH BHAWAN, BIDHANNAGAR
KOLKATA-700 091
Office - 033 2334 6181
Residence - 033 2674 0744

সত্যমেব জয়তে

সুদর্শন রায়চৌধুরী
মন্ত্রী
উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, বিধাননগর
কলকাতা-৭০০ ০৯১

নং ... [illegible]/১৭/২০০

Dated, Kolkata, the 200

তারিখ ....২/২/......২০০৮

প্রিয় অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য,

২৭শে জানুয়ারী, ২০০৮ আপনাদের সমিতির ৩৬-তম বার্ষিক সম্মেলনের মূল অধিবেশনের আমন্ত্রণপত্রের জন্য ধন্যবাদ জানবেন।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রের প্রসার ও উৎকর্ষবৃদ্ধির কাজে আপনাদের সমিতির ভূমিকা বরাবরই শ্রদ্ধেয় থেকেছে। অতীতের মত আগামী দিনেও রাজ্য সরকারের এই সংক্রান্ত উদ্যোগে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা পাব, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আপনাদের সম্মেলন সার্থক হোক। আপনাদের সমিতি এই সম্মেলন থেকে বলিষ্ঠতর হয়ে ওঠার রসদ পাক।

আপনি ও অন্যান্য বন্ধুরা সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

ইতি

(সুদর্শন রায়চৌধুরী)

অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
সাধারণ সম্পাদক
প:ব: সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি
১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

PROFESSOR PRADIP NARAYAN GHOSH
VICE-CHANCELLOR
অধ্যাপক প্রদীপ নারায়ণ ঘোষ
উপাচার্য

*JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

OFFICE OF THE VICE-CHANCELLOR : AUROBINDO BHAVAN ANNEXE

তাং - ২২/০১/২০০৮

শুভেচ্ছা বার্তা

আগামী ২৬ ও ২৭শে জানুয়ারী, ২০০৮ পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজে শিক্ষক সমিতির ৩৬তম বার্ষিক সম্মেলন প্রেসিডেন্সি কলেজ ডিরোজিও সভাঘরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবং সেই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জেনে অত্যন্ত প্রীত হলাম।

অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠুক এই কামনা করি।

প্রদীপ নারায়ণ ঘোষ
(প্রদীপ নারায়ণ ঘোষ)

// UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
P.O. North Bengal University, Raja Rammohunpur, Dt. Darjeeling, West Bengal, India, PIN - 734 013

Professor Arunabha Basumajumdar
Vice-Chancellor

Phone: (0353) 2699 255 (O)
(0353) 2581 324 (R)
Fax: (0353) 2699 001
E-Mail: chemtech@caluniv.ac.in
abct@caluniv.ac.in
a_basumajumdar@vsnl.net
Web site: http://www.nbu.ac.in

No.F.Mess/VC-08 | 5th January, 2008

MESSAGE

I am glad to know that West Bengal Govt. College Teacher Association is going to organize their 36th Annual Conference c January 26 27, 2008 at Presidency College, Kolkata and on th auspicious occasion they are also going to publish a Souvenir.

I wish all success of the programme and publication of tl souvenir.

(Arunabha Basumajumdar

Dr. Harendranath Bhattacharyya,
General Secretary,
West Bengal State College Teachers' Association,
1, Bankim Chatterjee Street,
Kolkata – 700 073.

VIDYASAGAR UNIVERSITY

Dr. Swapan Kumar Pramanick
Vice-Chancellor

তারিখঃ ০৮।০১।২০০৮

শুভেচ্ছাবার্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির ৩৬তম বার্ষিক সম্মেলন আগামী ২৬ ও ২৭ শে জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে প্রেসিডেন্সি কলেজের ডিরোজিও সভাঘরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আগত প্রতিনিধিবৃন্দের পারস্পরিক সুচিন্তিত মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সম্মেলনটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে - এই আশা রাখি।

আমি এই সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

স্বপন কুমার প্রামানিক
(ডঃ স্বপন কুমার প্রামানিক)

শ্রী হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
সাধারন সম্পাদক,
পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি,
১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩।

Midnapore 721 102 West Bengal India
Tel : (03222) 275329 (Office) / 263202 (Res.)
At weekends (033) 25771361 & 25312257 (Res.)
Fax : (91) 03222-275329
E-mail : vuvc@rediffmail.com / vidya295@sanchernet.in

Professor Asis Kumar Banerjee
VICE-CHANCELLOR
University of Calcutta

87/1, College Street
Senate House
Kolkata-700 073
Telephone Nos. 2241-3288/0071/4984
Fax No. 91-33-2241-3288
E-mail : vc@caluniv.ac.in

January 8, 2008

I am happy to learn that the 36th Annual Conference of West Bengal College Sikshak Samity will be held on 26 and 27 January, 2008 at Derozio Sabhaghar, Presidency College, Kolkata.

I am confident that the deliberations of the Conference will go a long way to strengthen the College teachers' movement and will motivate them to render effective service to the cause of College education in the state.

On this occasion I convey my best wishes for the success of the 36th Annual Conference of West Bengal College Sikshak Samity.

A. K. Banerjee

(Asis Kumar Banerjee)

Sri Harendranath Bhattacharya
General Secretary
West Bengal Sarkari College Sikshak Samity
1, Bankim Chatterjee Street
Kolkata-700 073

সত্যমেব জয়তে

পার্থ দে

মন্ত্রী

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

☎ : (০৩৩) ২৩৩৪ ২২৫৬

(০৩৩) ২৩৫৮ ৮৮৫৮ (ফ্যাক্স)

পত্র- ২৯/ম(শুভেচ্ছা)/বিশি/০৮

তারিখ ০৯/০১/০৮

শুভেচ্ছা

আগামী ২৬---২৭ জানুয়ারী, ২০০৮, পশ্চিমবঙ্গা সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির ৩৬-তম বার্ষিক সম্মেলন প্রেসিডেন্সি কলেজের 'ডিরোজিও' সভাঘরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম । এই সম্মেলনের সাথে যুক্ত সকলকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ।

আমি উক্ত ৩৬-তম বার্ষিক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি ।

(পার্থ দে)

সাধারণ সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গা সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি
৩৬-তম বার্ষিক সম্মেলন
১ বংকিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা- ৭৩

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

★★★★

দূরভাষ :
কার্যালয় : (০৩৪২) ২৬৩৪৯০০ (সরাসরি), ২৫৩৩৯১৩—১৪, ২৫৩৩৯১৭—১৯ (প্রসারণ ২২৫)
আবাস : (০৩৪২) ২৬৩৪৪৪৪ (সরাসরি), ২৬৫৭৭১৫ (কৃষ্ণপুর), ২৫৩৩৯১৩—১৪, ২৫৩৩৯১৭—১৯ (প্রসারণ ২২৬)
Gram : BURDSITY, Fax : (91)-0342-2530452
e-mail : vc@buruniv.ac.in
website : www.buruniv.ac.in

অধ্যাপক অমিত কুমার মল্লিক
উপাচার্য

নং - ভি / এম - ৪ / ১১১৮— ৯ জানুয়ারী, ২০০৮

শুভেচ্ছা

আগামী ২৬ ও ২৭ শে জানুয়ারী, ২০০৮ প্রেসিডেন্সি কলেজের ডিরোজিও সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির ৩৬ তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে জেনে আনন্দিত হলাম। এই উপলক্ষে একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হবে। সম্মেলনে প্রতিনিধি বন্ধুরা এবং সমিতির নেতৃবৃন্দ সমসাময়িক সামাজিক এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়গুলির উপর তাঁদের চিন্তাভাবনা প্রকাশ করবেন, সকলের সুসম অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে সুস্থ চিন্তার বিকাশ ঘটাতে পারবেন এবং এর প্রতিফলন স্মারক পত্রিকায় ঘটবে এই প্রত্যাশা থাকলো।

আমি সম্মেলনের সামগ্রিক সাফল্য কামনা করি।

অমিত মল্লিক
(অমিত মল্লিক)

শ্রী হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
সাধারণ সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি
১, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রবন্ধ ও সাহিত্য সমালোচনা সম্ভার

ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়
- সাহিত্য-প্রকরণ (পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ) ১০০
- এসেছে রবির কর ১৫০
- দীর্ণ ব্যক্তিত্বের দিনলিপি : পঞ্চভূত ৭০
- ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ (নির্বাচিত পত্রসহ) ৫০
- সাহিত্য-প্রবন্ধ : প্রবন্ধ-সাহিত্য (সম্পাদিত) ২০০
- তিতাস একটি নদীর নাম : উপন্যাসেরও ১০০
- ছন্দের ক্লাস—৬০

ড. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
- কবিতা নিয়ে ৮০
- গল্প নিয়ে, উপন্যাস নিয়ে ১০০
- আমার জীবনানন্দ ৮০
- জলছবি ও অন্যান্য (কাব্যগ্রন্থ) ৫০

ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
- গল্প পাঠকের ডায়েরি ১২০
- গল্পচর্চা (সম্পাদিত) ৫০০
- উপন্যাস পাঠকের ডায়েরি ৯০
- উপন্যাসে : জীবন শিল্প ১০০

ড. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- রাজসভার কবি ও কাব্য ৭৫

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
- তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ ৫০

ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
- কথাশিল্পী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৮০

ড. তপোধীর ভট্টাচার্য
- উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ ৮০
- প্রবন্ধের ভূবন : ব্যক্তি ও সৃষ্টি ১০০
- ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ ১৫০

ড. বিপ্লব চক্রবর্তী
- আধুনিক হিন্দি সাহিত্য : গতি ও প্রকৃতি ১৫০
- তারাশঙ্কর ও ভারতীয় কথাসাহিত্য ১৫০
- ভারতীয় প্রবাদ : শৈলী ও স্বরূপ ৮০
- বাংলা উপন্যাসে কলকাতা ২০০

ভাস্কর চৌধুরী
- ছোটগল্পের অন্দরমহল ১০০

ড. মীনাক্ষী সিংহ
- গল্পগুচ্ছ : জীবনের মেঘ ও রৌদ্র ৮০

সুভাষ ভট্টাচার্য
- ভাষা ও শৈলী ১২০

ড. বরুন চক্রবর্তী
- প্রাচীনকাব্য : শিল্পজিজ্ঞাসা ৭০

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পরিক্রমা ৮০
- প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে নাট্যপ্রসঙ্গ ও নাট্যোপাদান ১৫০

ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়
- সংস্কৃত সাহিত্যের দশরত্ন ৭০

ড. সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
- দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ (সম্পাদনা) ৬০

ড. অনন্যা বড়ুয়া
- প্রথম প্রতিশ্রুতির বিশ্লেষণী পাঠ ৭০
- হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : প্রাসঙ্গিক পাঠ ৭০

ড. কৃষ্ণগোপাল রায়
- ঘরে বাইরে : নব-নিরীক্ষা ১০০
- জীবনানন্দের কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ৫০
- ইংরেজি সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র ১২০
- মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য (সমগ্র) ১২০

ড. রতনকুমার নন্দী
- রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা ৭০
- পথের পাঁচালী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ৫০
- অরণ্যের অধিকার : মানুষের উত্থান (সম্পা) ১২০

দীপেন্দু চক্রবর্তী
- কুম্ভকর্ণের দেশ ও অন্যান্য প্রবন্ধ ১০০

সন্দীপকুমার মণ্ডল
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য ১৫০
- রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য : নবীন অনুভব (সম্পা.) ৮০

ড.জীবেশ নায়ক
- নজরুলের কবিতা পাঠ : সঞ্চিতা ৬০
- একালের কবিতা পাঠ ৯০
- বাংলা কবিতায় 'আধুনিক' ১০০
- বাংলা ছন্দ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ ৫০

ড. সুব্রত ঘোষ
- বিমল করের উপন্যাস : প্রসঙ্গ অসুখের উপমা ১০০

ড. আশিস চক্রবর্তী (সম্পা)
- রবীন্দ্রকবিতা : তন্নিষ্ঠ পাঠ ১০০

ড. প্রতাপরঞ্জন হাজরা
- অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ : জীবন ও সাহিত্যসাধনা ১০০
- বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল (সম্পাদিত) ৬০
- বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর ৬০

ড. শর্মিলা বাগচি
- তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা ৭০

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস
- কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা ৭০
- কবিতার শৈলী : তত্ত্ব ও প্রয়োগ ৮০

ড. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী
- রক্তকরবী : গানের ভিতর দিয়ে ১০০

ড. দীপালি নাগ
- এবং মানুষ : সমরেশ বসুর গল্প ১০০

ড. সীমারেখা দাস
- নারীবাদী ভাবনায় : বঙ্কিমের নারী ৮০

হরেন ভৌমিক
- রবীন্দ্রসাহিত্যে ঋতু পরিক্রমা ৭০

আনবিকা গঙ্গোপাধ্যায়
- একান্ত যা ব্যক্তিগত (কাব্যগ্রন্থ) ২৫

সুফল বিশ্বাস
- রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য ৫০

মিঠু নাগ (সম্পা)
- এ যুগের গল্প : আধুনিকতার অন্তর্ভাষ্য ৬০

ড. দুর্বা দেব
- আত্মীজীবনের স্থাপত্য ১০০

ড. মনোজ ভোজ
- নাট্য অভিমুখ : এবং ইন্দ্রজিৎ ৪০
- তুলসী লাহিড়ী : ছেঁড়াতার ৭০

ড. রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়
- স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান ২০০

ড. অপূর্ব দে (সম্পাদনা)
- চাঁদ বণিকের পালা : আধুনিক উপাখ্যান ৮০
- টিনের তলোয়ার : ইস্পাতের তলোয়ার ১০০

ড. প্রিয়কান্ত নাথ
- কাল-বিভাজিত বাংলা উপন্যাস ১০০

ড. উৎপল মণ্ডল
- রামায়ণ পয়ার থেকে সংলাপ ৬০

ড. রীতা মোদক
- কথাপ্রগতি : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫

ড. সমরেশ মজুমদার
- তারাশঙ্কর : গণদেবতা ৭০
- তারাশঙ্কর রাধা : দর্শন ও জীবনে ৭০
- পদ্মানদীর মাঝি : পরিমিতি ও সৌষম্য ৮০
- বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর ২০০

পার্থ শর্মা (সম্পা)
- প্রেমেন্দ্র মিত্র : বেনামী বন্দর থেকে সাগরসঙ্গমে ১০০
- শ্যামসুর রাহমানের কবিতা ৪০

পঞ্চানন মালাকর
- আধুনিক অলংকার বিচার ৫০

ড. রমেন্দ্র নারায়ণ নাগ
- রিলকের চিঠি জনৈক তরুণ কবিকে অনুবাদ ও অন্যান্য ১০০

ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়
- ওপার বাংলার কবি ও কবিতা ১০০

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
প্রকাশক : দেবাশিস ভট্টাচার্য, ফোন : ৯৮৩০০৮১৪৪৩, ৯৪৩২৩৮২৫৭১
ঠিকানা ঃ ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা ঃ ৭০০০০৯

40/SKM/C

UNIVERSITY OF KALYANI

Kalyani 741 235, West Bengal
Voice : (033) 2582 8690 (Office)
(033) 2582-83-0 (Residence)
Fax : (033) 2582 8282
E mail : vckalyani@yahoo.com

Professor Dr. Arabinda Kumar Das
Vice-Chancellor

V.C./F.10/08 *January 08, 2008*

From The Vice-Chancellor's Desk

My hearty congratulations and best wishes to all my colleagues associated with the West Bengal Government College Teachers' Association on the delightful occasion of their 36th Annual Conference to be held during January 26 - 27, 2008.

In view of globalization, the Higher Education has now got a new dimension. I feel it is high time to prepare a road-map for promotion of Higher Education for the sake of the students of our State and be taken as an agenda for discussions in addition to other important proceedings of the Association.

I wish an out and out success of the conference.

Arabinda Kumar Das
Vice-Chancellor

Burdwan Residence : Voice : (0342) 2656885, E-mail : akdas100@yahoo.com

দিলীপ রথ
রাজ্যপালের প্রধান সচিব
দূরভাষ-২২০০১৬৪১, প্রসারণ-২২০

সত্যমেব জয়তে

রাজভবন, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ

ন/০-২৪৬-জি   ১১ জানুয়ারী,২০০৮

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী গোপালকৃষ্ণ গান্ধী জেনে আনন্দিত হয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির ৩৬তম বার্ষিক সম্মেলন আগামী ২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারী, ২০০৮ -এ অনুষ্ঠিত হবে।

রাজ্যপাল মহোদয় এই অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।

দিলীপ রথ
(দিলীপ রথ)
রাজ্যপালের প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,
সাধারণ সম্পাদক,
পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি,
১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩।

44/DSP/Ch

সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন

মাননীয় সভাপতি, উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী, অধ্যাপক সুদর্শন রায়চৌধুরী, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সমিতির শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও প্রিয় সদস্যবন্ধুগণ, সমিতির ৩৬-তম বার্ষিক সম্মেলনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। অভিনন্দন জানাই আমাদের নতুন সদস্যবন্ধুদের, যারা গত এক বছরে সরকারি কলেজে যোগ দিয়েছেন। বিগত বছরে প্রয়াত সকল অধ্যাপক-সহকর্মীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। প্রয়াত সুধীজনদের পরিবারবর্গের প্রতি জানাই আমাদের সমবেদনা।

একচেটিয়া পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের হুমকিতে উচ্চশিক্ষা আজ বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে। শিক্ষা আজ আন্তর্জাতিক পণ্য। উদারীকরণের কৌশলে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী অভিযান পৃথিবীর সর্বত্র শোষিত মানুষের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রান্তে মাথাচাড়া দিচ্ছে মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ। ভারতের নানা অংশে এর অশনিসংকেত লক্ষ করা যাচ্ছে। কিছুদিন আগে খোদ কোলকাতার বুকে মৌলবাদী আস্ফালন সাধারণ মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

আন্তর্জাতিক দিগন্তে কিন্তু আশার আলোক। আমেরিকার একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে কিউবা সহ লাতিন আমেরিকার দেশগুলি, যারা যৌথ অর্থভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। লাতিন আমেরিকার নয়টি দেশে আমেরিকার প্রভাবমুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীতে সর্বোচ্চ হারে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে চীনে। রাশিয়া ও চীনের মধ্যে সাংহাই চুক্তি উন্মোচিত করেছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অন্যদিকে ভারতের আমেরিকার সাহায্যে পরমাণু চুল্লী-নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি, যেখানে উপযোগী আকরিকের ভাণ্ডার কম, যা উন্নত দেশগুলির হাতে ভারতের বিকিয়ে যাবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলেছে। শিক্ষক-বন্ধুদের বিষয়গুলি নিয়ে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। কর্পোরেট-ক্ষেত্রে ও ধনীদের উপর কর কমানো, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভর্তুকি হ্রাস, আমদানী-শুল্ক হ্রাস ও আভ্যন্তরীণ শুল্ক বৃদ্ধিপ্রভৃতি নানা ধরনের অগণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে। সাধারণ মানুষের উপর তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়েও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের ধারাবাহিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা ও চেতনার মানকে উন্নত করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষকদেরই।

শিল্পায়নই আজ জাতির ভবিষ্যৎ তবে আধুনিক শিল্পের সঙ্গে কৃষির যে পরিপূরক সম্পর্ক আছে, সেটিতে জোর দেওয়া প্রয়োজন। শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উৎপাদনও কিভাবে বাড়ানো যায় এবং তার ফলে কৃষিজীবীদের উৎপাদন ক্ষমতা কিভাবে বাড়ানো যায়, সেদিকে জোর দেওয়া দরকার। যতদিন "শিল্প বনাম কৃষি" এই লাইনে ভাবা হবে, ততদিন আমাদের অর্থনৈতিক চিন্তার গণ্ডি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। শিল্পায়নের প্রসারও যেমন চাই, শিল্পায়নের সাহায্যে কৃষির প্রসারেও তেমনি গুরুত্ব পাওয়া উচিত। রাজ্যের উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য শিল্পায়নে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা অঞ্চলের নিজস্ব মতামতের থেকে প্রাধান্য পাওয়া উচিত বৃহত্তর স্বার্থের, অবশ্যই জমিহারাদের উপযুক্ত পুনর্বাসন ও ভবিষ্যতে উপার্জনের রাস্তা তৈরি করেই। সবই সম্ভব যদি শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে জনচেতনার মানোন্নয়ন করা যায়। এই "শিল্প বনাম কৃষি" বিতর্কে আজ রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির চিত্র প্রয়োজন অনুযায়ী বদলান যায়নি। শিক্ষিত মানুষই পারে এই বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে উন্নয়নে গতি আনতে। উন্নততর বাংলা গড়তে চাই সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা। আজ অবধি এই সংগ্রামে নিহতদের পরিবারের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

উন্নততর সংস্কৃতির বিকাশে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি বজায় রাখতে আমাদের সমিতি বদ্ধপরিকর। শিক্ষক-ছাত্র-শিক্ষাকর্মীদের একত্রিত প্রয়াস শিক্ষায় উন্নতি আনবে যা গণতন্ত্রের ও আপামর জনগণের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে বলে বিশ্বাস

রাখি। সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রপন্থার চরম বিরোধী আমরা। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা ধিক্কার জানাই সবধরনের সন্ত্রাসবাদ ও হত্যার রাজনীতিকে।

AIFUCTO-র দেশব্যাপী প্রতিটি আন্দোলন-কর্মসূচিতে আমাদের সমিতি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। আবার AIFUCTO-র দাবি মেনে নতুন "বেতন-ক্রম সুপারিশ কমিটি" গঠিত হয়েছে। গতবারের অনাদায়ী দাবিগুলি যাতে গুরুত্ব পায় তা সুপারিশ কমিটির কাছে AIFUCTO-র কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিমধ্যেই জানিয়েছে। সরকারি চাকরি করেও বেতন-ক্রমে (Pay Scale)-স্ট্যাগনেশন বেনিফিট না পেয়ে আমাদের বহু সদস্য চাকরি থেকে অবসর নিলেন। আদালতের বিচারাধীন বলেই আমাদের এই বহুদিনের দাবিটি অপূর্ণ রয়ে গেছে। সমিতি ইতিমধ্যেই সরকারি কলেজের জন্য রীডার থেকে প্রফেসর পদে কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্টের (CAS) মাধ্যমে পদোন্নতির দাবি "বেতন-ক্রম সুপারিশ কমিটির কাছে পেশ করেছে, যা বহুদিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে চালু আছে। আমাদের সংগঠনের এক সদস্যা, ডঃ মনিমালা দাস (অধ্যক্ষা, বেথুন কলেজ) উক্ত কমিটিতে নিযুক্ত হয়েছেন। সমিতি ডঃ দাসকে এই ব্যাপারে অভিনন্দন জানাচ্ছে। এই মুহূর্তে আরো এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, আমাদের বহুদিনের সংগ্রামের সাথি অধ্যাপক শ্রী অশোক বর্মণ বর্তমানে AIFUCTO-র কার্যভার গ্রহণ করেছেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন, সমিতি তাঁকে সর্বান্তকরণে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আশা রাখি তাঁর নেতৃত্বে আমাদের না-পাওয়া দাবিগুলি সু-মীমাংসিত হবে।

"ন্যাশনাল নলেজ কমিশন" গঠিত হয়েছে। যেখানে শিক্ষাজগতের প্রতিনিধির সংখ্যা নগণ্য। তাঁরা আনতে চলেছেন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। তেরো পাতার প্রতিবেদনে তাঁরা জানিয়েছেন কিভাবে সারা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার এই পরিবর্তন সম্ভব। সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগে ১৫০০ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, মেধাভিত্তিক বেতনক্রম-এর মতো সুপারিশের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আলোচনা চলেছে। AIFUCTO-র নেতৃত্বে যা কিছু ভাল তাকে গ্রহণ এবং যা শিক্ষক ও শিক্ষা-স্বার্থের পরিপন্থী তাকে বর্জনের আন্দোলন চলছে। আমাদের সমিতিও এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে স্যামিল হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে স্বশাসন দেওয়া হবে কি হবে না তা নির্ধারণ করতে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তাঁরা তাঁদের মতামত সরকারকে জানিয়েছেন। তাঁদের মতে স্বশাসনই প্রেসিডেন্সির উন্নতির রাস্তা নয়। তাঁরা বিভিন্ন পথে কলেজের উন্নয়নের কথা বলেছেন এবং সেই মোতাবেক সরকারি দপ্তরে কাজও শুরু হয়েছে। আজ আমরা এক মুক্তির স্বাদ অনুভব করছি। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন মহলে আমরা বলেছিলাম যে, স্বশাসন প্রেসিডেন্সি কলেজে উন্নতি আনবে না, বরং কোন গোষ্ঠীর হাতে কলেজের ভার ন্যস্ত হলে স্বজনপোষণ ও অর্থ উপার্জনের পীঠস্থানে পরিণত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থেকে যায়। অতীতে সরকারের উপর চাপসৃষ্টি স্বশাসন পাওয়ার উপায় বলে পরিগণিত হত। কিন্তু এবার সমিতি এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সদস্যরা সবাই ছিলেন প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী। লক্ষণীয় ঐ কমিটি যে সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন তাতে সমিতির দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটেছে। প্রেসিডেন্সির উন্নতির ব্যাপারে সমিতি যে ভুল ভাবেনি তা আজ বিদ্বজ্জন-দ্বারা সমর্থিত হল। ঐ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৭টি অ্যাডজাংক্ট (Adjunct) প্রফেসর পদ বিভিন্ন বিভাগে অনুমোদিত হয়েছে। আশা করি, শীঘ্রই ঐ পদে নিয়োগ হবে ও বিভিন্ন বিভাগে পঠন-পাঠন ও গবেষণা সমৃদ্ধ হবে। অন্যান্য সুপারিশগুলির সত্বর অনুমোদনের দাবি রাখি। এই সূত্রে এটিও বলা প্রয়োজন, ঐ কমিটির সুপারিশগুলিই যদি কোন কলেজের উন্নতির নিরিখ হয়, তবে তা যেন অন্যান্য সরকারি কলেজগুলির জন্য অনুমোদিত হয় উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাছে সমিতি এই দাবি রাখছে।

সব কটি সরকারি কলেজ নিয়ে একটি স্টেট ইউনিভার্সিটির দাবি সমিতি জানিয়ে আসছে। বদলিজনিত বা নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কারণে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে প্রভূত পরিবর্তন আসে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের নতুনভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সব কটি সরকারি কলেজ থাকলে এই ধরনের অসুবিধা দূরীভূত হয়, সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাদান সম্ভব।

সরকারি কলেজে বেশিরভাগ প্রফেসর পদগুলি আজও অপূর্ণ। আমরা আশান্বিত যে, সমিতির ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে সমস্ত রকমের আমলাতান্ত্রিক বাধা পেরিয়ে সরকারি আদেশনামা শুধুমাত্র প্রকাশের অপেক্ষায়। আশাকরি সমিতির দাবি অনুযায়ী বিভাগীয় পদোন্নতি ও সরাসরি P.S.C-র মাধ্যমে প্রফেসর পদে নিযুক্ত হওয়া যাবে, যদি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি থাকে এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ১০ বছর অথবা স্নাতক স্তরে ১৫ বছর পড়াবার অভিজ্ঞতা থাকে।

বর্তমানে সরকারি কলেজগুলিতে ৩৫০টির মতো পদ শূন্য রয়েছে। বহুদিনের প্রচেষ্টায় P.S.C. কর্তৃক নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেয়েছে। এর পিছনে রয়েছে সমিতির নিরলস প্রচেষ্টা ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তৎপরতা। ১৭টি বিষয়ে ১৭৭টি পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেলেও প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে ৩৫০টি পদই পূরণ হবে এই আশা রাখি। যে বিষয়গুলিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি তা সত্বর প্রকাশের দাবি জানাচ্ছি।

সমিতির দাবি অনুযায়ী নতুন পদ-সৃষ্টিতে উচ্চশিক্ষাদপ্তর তৎপর। আরো ৪৬৪টি নতুন পদ সৃষ্টির দাবি উচ্চশিক্ষাদপ্তরের অনুমোদন পেয়ে অর্থদপ্তরের সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছে। ঐ পদগুলি সৃষ্টিতে মাননীয় মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ দাবি করি যাতে দাবিমতো সকল পদগুলি অর্থদপ্তরের অনুমোদন পায়। ঐ পদগুলি (Professor ও Lecturer) সৃষ্টি হলে সরকারি কলেজগুলিতে পঠন-পাঠন ও গবেষণার নতুন জোয়ার আসবে।

শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা সবকটি সরকারি কলেজেই অপ্রতুল। মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় ঠিক হয় যে, নতুন পদ-সৃষ্টির প্রয়াস শুরু হবে। কিন্তু আজ অবধি তা কোন নির্দিষ্ট রূপ পায়নি। আশা রাখি নিকট ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া চালু হবে। যদিও শূন্য পদগুলি পূরণ করার ব্যাপারে উচ্চশিক্ষাদপ্তর সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে। বিভিন্ন কলেজে বেশকিছু শিক্ষাকর্মী যোগদান করেছেন। এই নিয়োগ আরো ত্বরান্বিত হোক এই দাবি করছি।

শারীর শিক্ষণ ও শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলিতে প্রায় ৩৫ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ হওয়ায় পঠন-পাঠন সুষ্ঠু রূপ পেয়েছে। এখন যে পদগুলি খালি রয়েছে তা সত্বর পূরণের আশা রাখি।

বহুদিন পর সমিতির সক্রিয় প্রচেষ্টায় সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে লেকচারার পদে নিয়োগ সম্ভব হয়েছে। শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধিতে ঐ মহাবিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন নতুন মাত্রা পেয়েছে। স্নাতকোত্তর শ্রেণি চালু হলেও প্রফেসর পদ সৃষ্টি এখনও হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ মেনে ঐ মহাবিদ্যালয়ে প্রফেসর পদ সৃষ্টির দাবি জানাই।

গতবছর বিভিন্ন সরকারি কলেজে ৭টি বিষয়ে নতুন স্নাতকোত্তর বিভাগ চালু হয়েছে। নতুন এম. এড., এম. পি. এড. ও এম. ফিল. পাঠক্রম বিভিন্ন ট্রেনিং কলেজে শুরু হয়েছে। আশা করি যে সব সরকারি কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণি খোলার দাবিগুলি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে তা সামনের বছরেই অনুমোদন পাবে। এই সূত্রে আমরা দাবি জানাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও যেন বিভিন্ন সরকারি কলেজে চালু স্নাতকোত্তর পাঠক্রমগুলিকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে।

দুটি জায়গায় সমিতি তার দাবি আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমত, গ্রন্থাগারিকদের W.B.E.S. পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা ও ঐ পর্যায়ভুক্ত হলে নতুন নিয়োগ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা। উদ্বেগের সঙ্গে জানাচ্ছি বিকাশ ভবনের বিভিন্ন প্রান্তে খোঁজ চালিয়েও ঐ বিষয় সংক্রান্ত ফাইলটির হদিশ মেলেনি। এক অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ বিভিন্ন সরকারি কলেজে ৬০-টির মধ্যে ৩২-টি গ্রন্থাগারিকের পদ খালি। এমন কলেজও রয়েছে যেখানে একজনও গ্রন্থাগারিক নেই। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ তিনি যেন এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ নজর দেন ও ঐতিহ্যশালী গ্রন্থাগারগুলির সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেন। দ্বিতীয় ব্যর্থতা হচ্ছে, বাণিজ্য বিভাগে শূন্য পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি না হওয়া। যদিও আশার কথা এই যে, নতুন নিয়োগবিধি-সংক্রান্ত ফাইলটি এখন P.S.C.-র বিবেচনাধীন। আমরা সজাগ দৃষ্টি রেখেছি এই দুটি ক্ষতের যাতে শীঘ্র নিরাময় হয়। শারীর-শিক্ষণ শিক্ষক যারা এখনও W.B.E.S. পর্যায়ে উন্নীত হননি, তাদের ফাইলটিও P.S.C-র বিবেচনাধীন আছে।

সরকারি চাকরি কতগুলি নিয়মকানুনে আবদ্ধ। আবহমানকাল ধরে W.B.S.R.-এ উল্লিখিত নিয়মকানুন মেনেই নির্ধারিত হয়েছে আমদের চাকরির ধারাবাহিকতা। ইদানীং তাতে কিছু বিচ্যুতি লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন—"লিয়েন" যা দুবছরের জন্য প্রাপ্য তা না মেনে এক একজনকে এক এক সময়ের জন্য দেওয়া হয়েছে। FIP-তে যাওয়ার অনুমতি দিতে গড়িমসি, চাকরি-জীবনে সবেতন দু-বছরের স্টাডি লিভ না দেওয়া, গচ্ছিত ছুটির হিসাব না নিয়ে মাইনে কাটার নির্দেশ প্রভৃতি নানান আমলাতান্ত্রিক তুঘলকী কাণ্ডকারখানার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের সদস্যদের। এই বিষয়গুলির প্রতি মাননীয় উচ্চশিক্ষা-মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ও সত্বর এর সুরাহার দাবি জানাচ্ছি।

রাজ্যে মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে বিকাশ ভবনে কর্মরত সদস্যদের উপর কাজের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর সরকারি কলেজগুলি দেখভাল করার কোন সুনির্দিষ্ট যুগ্ম আধিকারিক নেই। তাই আবেদন জানাই, নতুন পদ-সৃষ্টির, যাদের মধ্যে অন্তত একজন সরকারি কলেজের কাজকর্ম দেখভাল করবেন। এই বিষয়টিতে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গতবছর ৫টি সরকারি কলেজে "ন্যাক" (NAAC)-এর পরিদর্শন ও মূল্যায়ন হয়। সকল কলেজেই নিজেদের সামর্থ্য ও সুনাম অনুযায়ী ভাল ফল করেছে। এ বছর দুটি কলেজে "ন্যাক"-এর মূল্যায়ন হবে। আশা রাখি এ ক্ষেত্রেও ভাল ফল হবে। সমিতি তার সবরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্ব বিভাগ রিলায়েন্স-গোষ্ঠীর কারীগরী সহায়তায় একটি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স (পেট্রোলিয়ম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন) চালু করতে চলেছে, যা "ইণ্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া রিলেশন"-সৃষ্টিতে সরকারি কলেজে এক নতুন দিশা দেবে। আশা করি অন্যান্য সরকারি কলেজগুলি এই প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হবে ও বিভিন্ন এই ধরনের চাকরির উপযোগী পাঠক্রম চালু করবে।

বদলি সমস্যা অতীতেও ছিল, এখনও আছে। তবুও তা অনেকাংশে কমে এসেছে। আশা রাখি যারা দূরবর্তী কলেজে আছেন তারা ঠিক সময়ে বদলির সুযোগ পাবেন। যারা দূরবর্তী কলেজে এখনও বদলি হননি, সুষ্ঠু ও কার্যকরী বদলির স্বার্থে তাদের সহযোগিতা কামনা করি। যে সকল বিষয়ে বদলি বাকি আছে তার আদেশনামা অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে বলে জানা গেছে।

এবছর যারা পি. এইচ. ডি. উপাধি অর্জন করেছেন, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের অভিনন্দন জানাই। উন্নত মানের শিক্ষাদানে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। চাকরি-সংক্রান্ত দেখভালের দায়িত্ব সমিতির উপর ছেড়ে দিয়ে শিক্ষা দান ও গবেষণায় নিজেদের নিয়োজিত করুন।

বিভিন্ন কলেজের শাখা সম্পাদকদের জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন, যাদের সাহায্য ছাড়া সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব ছিল না। বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের শাখা সদস্যদের, তাদের নিরলস সংগ্রামে আমরা অভিভূত।

ভবিষ্যতে সরকারি কলেজগুলির আরো বহুমুখী উন্নতি কামনা করি। সমিতি আরো সুসংহত হোক ও আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হোক সদস্যদের মধ্যে—এই আশা রেখে, আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এই প্রতিবেদন শেষ করছি।

শিক্ষক ঐক্য জিন্দাবাদ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ।

AIFUCTO-জিন্দাবাদ।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ,

হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

(সাধারণ সম্পাদক)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি

২০ জানুয়ারী, ২০০৮

West Bengal Government College Teachers' Association

1968—'74	President	Late Achintya Kumar Mukherjee
	General Secretary	Late Ajit Kumar Mukherjee
1975—'76	President	Late Jyotirmay Ghosh
	General Secretary	Manoranjan Thakur
1977 & '78	President	Late Nirmalendu Roy
	General Secretary	Pabitrananda Thakur
1979 & '80	President	Late Sunil Kumar Mukherjee
	General Secretary	Pijush Kanti Das
1981—'84	President	Late Bimalendu Bikas Sinha
	General Secretary	Manik Bal
1985—'88	President	Late Rabindra Nath Das
	General Secretary	Late Ashis Ranjan Guha
1989 & '90	President	Sibaji Dasgupta
	General Secretary	Manik Bal
1991 & '92	President	Manik Bal
	General Secretary	Pabitrananda Thakur
1993 & '94	President	Sibaji Dasgupta
	General Secretary	Nilagrib Deb Roy
1995 & '96	President	Amarnath Banerjee
	General Secretary	Late Ashis Ranjan Guha
1997 & '98	President	Sibnath Chatterjee
	General Secretary	Late Ashis Ranjan Guha
1999 & 2000	President	Arun Kumar Chaudhuri
	General Secretary	Subrata Lahiri
2001 & 2002	President	Mallika Banerjee
	General Secretary	Subrata Lahiri
2003 & 2004	President	Nina Nandi
	General Secretary	Debaprasad Banerjee
2005 & 2006	President	Krishna Bhattacharjee
	General Secretary	Harendranath Bhattacharjee

Life Members' List
W. B. G. C. T. A.

Name	Retired From
1. Abdur Rahim Khan	Edu. Directorate, Bikash Bhavan
2. Abha Roy	Inst. of Edu. or Women, Hastings
3. Ajay Ghosh	Govt. College of Art & Crafts
4. Ajay Kumar Ghosh	Bidhannagar Govt. College
5. Ajay Mukherjee	Taki Govt. College
6. Amalendu Chakrabarty	Presidency College, Kolkata
7. Amalkrishna Ghosh	Chandernagore Govt. College
8. Amar Kumar Nandi	Govt. Training College, Hooghly
9. Amar Nath Banerjee	Barasat Govt. College
10. Anal Kanti Ghosh	Hooghly Mohsin College
11. Ananta Banerjee	Presidency College, Kolkata
12. Anath Bandhu Bhowmik	College of Phys. Edu (PG), Banipur
13. Angsuprakash Chatterjee	College of Leather Technology
14. Anil Ghosh	Govt. College of Art & Crafts
15. Anit Kumar Ghosh	Govt. College of Art & Crafts
16. Anjali Das	Lady Brabourne College
17. Anjali Raychaudhuri	Bengal Engineering College
18. Anjan Biswas	Presidency College, Kolkata
19. Arun Kumar Chowdhury	Barasat Govt. College
20. Arun Sanyal	Presidency College, Kolkata
21. Ashish Dasgupta	Presidency College, Kolkata
22. Ashok Kumar Banerjee	Presidency College, Kolkata
23. Ashok Kumar Debnath	Presidency College, Kolkata
24. Ashoke Datta	David Hare Training College
25. Atish Ranjan Banerjee	Presidency College, Kolkata
26. Balai Chandra Basak	Barasat Govt. College
27. Bharati Dasgupta	Bethune College
28. Bibhuti Bhusan Maji	Barasat Govt. College
29. Binay Bhusan Chattopadhyay	Krishnagar Govt. College
30. Birendra Nath Roy	Barasat Govt. College

31. Biswadeb Chakraborty	Durgapur Govt. College
32. Bithi Ganguly	Bethune College
33. Chandra Sakhar Bandyopadhyay	Durgapur Govt. College
34. Debiprasad Sarkar	Bidhannagar Govt. College
35. Debkumar Chakraborti	College of Textile Tech., Serampore
36. Debkumar Das	Presidency College, Kolkata
37. Debkumar Ghosh	Presidency College, Kolkata
38. Debprasad Ghosh	Presidency College, Kolkata
39. Dhrubaprasad Pal	Hooghly Mohsin College
40. Dibyendu Bikash Hota	Presidency College, Kolkata
41. Dilip Chowdhury	Phys. Edu, Hastings House
42. Dipak Kumar Bhattacharya	Barasat Govt. College
43. Dipak Kumar Sarkar	Krishnagar Govt. College
44. Dipten Kumar Sen	Inst. of Edu. for Women, Chandernagore
45. Duyari Mohan Chandra	Chandernagore Govt. College
46. Gadadhar Sahu	Presidency College, Kolkata
47. Gita Banerjee	Inst.of Ed. for Women, Hastings House
48. Gita Sarkar	Lady Brabourne College
49. Gopal Chandra Sarkar	Bidhannagar Govt. College
50. Gouri Dey Das	Lady Brabourne College
51. Hitendra Nath Mukhopadhyay	Presidency College, Kolkata
52. Indubhusan Roy	Hooghly Mohsin College
53. Jayasree Dev	College of Education, Hastings House
54. Jiban Kumar Mukhopadhyay	Presidency College,Kolkata
55. Jyotibhushan Dutta	David Hare Training College
56. Kalipada Nahal	Presidency College, Kolkata
57. Kalipada Pal	Hooghly Mohsin College
58. Kamala Prasad Ghosh	B. E. College, Sibpur
59. Kanai Lal Mukhopadhyay	Moulana Azad College
60. Kanak Kanti Das	Presidency College, Kolkata
61. Khagendra Nath Pal	College of Ceramic Tech.
62. Kokila Bhadra	Bethune College
63. Krishna Bhattacharyya	Bethune College
64. Krishna Gopalan	Inst. Of Edu for Wemen; Hastings.
65. Kshitij Das	Sanskrit College
66. Lakshminarayan Pal	Presidency College, Kolkata

67. Madan Mohan Ghosh	
68. Madandas Mandal	College of Phys. Edu (PG), Banipur
69. Malay Bhusan Chakrabarty	Presidency College, Kolkata
70. Manas Roy	Presidency College, Kolkata
71. Manindra Chandra Pal	Barasat Govt. College
72. Manindranath Mitra	Bidhannagar Govt. College
73. Manju Chakrabarty	Goenka College of Comm & Busi Adm.
74. Manjubhash Mitra	
75. Manoranjan Thakur	Barasat Govt. College
76. Manotosh Dasgupta	Presidency College, Kolkata
77. Md. Refattullah	SCERT, WB
78. Mira Basu	College of Phys. Edu (PG), Hastings
79. Mrinal Kanti Ghosh	Hooghly Mohsin College
80. Mrinal Kanti Roy	Govt. College of Art & Crafts
81. Mritunjoy Khan	College of Phys. Edu (PG), Banipur
82. Narayan Saha	
83. Nayan Chand Acharya	Krishnagar Govt. College
84. Nirmalendu Banerjee	Durgapur Govt. College
85. Nripati Choudhuri	Barasat Govt. College
86. Nusrat Jamil	Moulana Azad College
87. Pankaj Kumar Banerjee	Govt. College of Art & Crafts
88. Pannalal Sarkar	Bidhannagar Govt. College
89. Pradip Ghatak	David Hare Training College
90. Pradip Kumar Majumder	Sanskrit College
91. Pradip Kumar Roy	Jhargram Raj College
92. Pradyot Kumar Halder	Barasat Govt. College
93. Pranab Kanti Mitra	Barasat Govt. College
94. Pranab Roy	Sanskrit College
95. Prasanta Bhowmik	Presidency College, Kolkata
96. Pratima Konar	Durgapur Govt. College
97. Prithrindra Nath Banerjee	Jhargram Raj College
98. Priyatosh Mukherjee	Presidency College, Kolkata
99. Ramananda Acharya	Durgapur Govt. College
100. Ramprasad Nayak	
101. Ranjan Bhowmik	Goenka College of Comm & Busi Adm.
102. Ranjitlal Dasgupta	College of Textile Tech, Serampore

103. Rina Majumder	Presidency College, Kolkata
104. Sagar Lal Roy	Durgapur Govt. College
105. Sadhan Chandra Sarkar	Sanskrit College
106. Sailendra Narayan Roychoudhury	Bidhannagar Govt. College
107. Saktipada Chatterjee	
108. Salil Patra	
109. Samarjit Singha Thakur	
110. Sanat Ghosh	David Hare Training College
111. Sanat Kr. Ghosh	Presidency College, Kolkata
112. Sankarnarayan Sen	Moulana Azad College
113. Saraswati Mishra	Presidency College, Kolkata
114. Shelly Dutta	Inst. Of Edu for Women, Hastings
115. Shyamal Chakrabarty	Chandernagore Govt. College
116. Shyamali Roy	Lady Brabourne College
117. Sibnath Chatterjee	Moulana Azad College
118. Sibsankar Ghorai	Taki Govt. College
119. Sirajul Islam	Krishnagar Govt. College
120. Sisir Kumar Tah	PGGIPE, Banipur
121. Somendranath Mitra	Chandernagore Govt. College
122. Subhas Chandra Chakraborty	Govt. College of Art & Crafts
123. Subir Datta	
124. Subir Kumar Roy	Barasat Govt. College
125. Subrata Lahiri	Presidency College, Kolkata
126. Sudhindra Chandra Debnath	Bidhannagar Govt. College
127. Sujit Kumar Mukherjee	SCERT, WB
128. Sukomal Choudhuri	Sanskrit College
129. Sumanta Giri	Goenka College of Comm. & B. Adm.
130. Swapan Kr. Das	Moulana Azad College
131. Swapan Sengupta	Moulana Azad College
132. Swapna Duttagupta	Bethune College
133. Tapan Kumar Mukhopadhyay	Hooghly Mohsin College
134. Tarakeshwar Mitra	Durgapur Govt. College
135. Tulsidas Banerjee	Presidency College, Kolkata

West Bengal Government College Teachers' Association

Elected Office bearers and Executive Committee 2007 & 2008

President	:	MD. Samsul Alam
Vice-President	:	Anis Akhtar
		Baishali Sinha
		Jayanta Chakraborty
General Secretary	:	Harendranath Bhattacharya
Jt. Secretary	:	Debasish Maitra
		Nilay Ray
		Samir Kumar Chakraborty
		Syamal Kumar Basak
Treasurer	:	Debabrata Mandal

Members to the Executive Committee

Arun Kumar Roy
Ashim Bose
Arunabha Basu
Bimal Kumar Mondal
Debabrata Mukhopadhyay
Debaprosad Banerjee
Debanarayan Roy
Imanul Haque
Joyjit Dhar
Mallika Banerjee
Mili Das
Priti Kumar Roy
Shyamal Kumar Chakraborty
Subhashis Maitra
Swarup Bose
Swapan Kumar Chakraborty
Timir Baran Jha

Elected Members of College Committees and General Council for 2007 & 2008

1. A. B. N. SEAL COLLEGE

Secretary :	Samiran Ghosh
Treasurer :	Anil Biswas
General Council Members :	Ram Ch. Pramanik
	Sith Biswas
	Dhananjay Bhattacharjee
	Nilay Ray
	Sanghita Ghosh

2. BARASAT GOVERNMENT COLLEGE

Secretary :	Biplab Chattopadhya
Treasurer :	Arindam Bhattacharya
General Council Members :	Asoke Kr. Das
	Chaitali Choudhuri
	Priti Kr. Roy
	Goutam Goswami
	Rupa Banerjee
	Sumanta Mukhopadhyay

3. B. E. COLLEGE — VACANT

4. BETHUNE COLLEGE

Secretary :	Sebanti Bhattacharya
Treasurer :	Sarmistha Banik
General Council Members :	Manidipa Das
	Mallika Banerjee
	Keya Bose
	Madhumita Manna
	Gargi Sengupta
	Nilanjana Bagchi
	Gopa Gupta

5. BIDHANNAGAR COLLEGE

Secretary :	Amit Roy Choudhury
Treasurer :	Anup Kr. Sengupta
General Council Members :	Shyamsundar Sahana
	Anindita Sen
	Nirmalendu Shakharu
	Preetam Banerjee
	Shyamal Kr. Chakraborty
	Saibal Gupta
	Manas Kundu
	Saikat Sarkar

6. BIKASH BHAVAN UNIT

Secretary : Sandip Kr. Pandit
Treasurer : Subhra Dey
General Council Members : Debesh Roy
Md. Samsul Alam
Mili Das

7. CHANDERNAGORE COLLEGE

Secretary : Abhigit Sharma Roy
Treasurer : Somdatta Das
General Council Members : Bimal Kr. Mandal
Imanul Haque
Biswanath Mandal
Arindam Goswami
Gargi Nag
Manasi De
Prabir Kr. Bhattacharjee

8. COLLEGE OF CERAMIC TECHNOLOGY

Secretary : Saikat Maitra
Treasurer : Prajat Baran Patra
General Council Members : Ranjan Ray
Prasanta Narayan Dutta

9. COLLEGE OF TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE

Secretary : VACANT
Treasurer : VACANT
General Council Members : VACANT
VACANT

10. COLLEGE OF TECHNOLOGY, SERAMPORE

Secretary : Sandip Chatterjee
Treasurer : Dibyendu Ray
General Council Members : Biswapati Chatterjee
Subhas Ch. Roy

11. DARJEELING GOVERNMENT COLLEGE

Secretary : Susanta Nath
Treasurer : Arindam Saha
General Council Members : Willy Henry
Madhab Ch. Adhikary
Moitrayee Das
Suehasis Banerjee
Tuhin Kr. Saha
Dipankar Sen

12. DAVID HARE TRAINING COLLEGE

Secretary : Purnendu Acharya
Treasurer : Amlan Ganguly
General Council Members : Samir Kr. Chakraborty
Subhas Ch. Bhat

13. DURGAPUR GOVERNMENT COLLEGE

Secretary : Raghunath Hazra
Treasurer : Asmita Mitra
General Council Members : Abhijit Sarkar
Sandip Banerjee
Anisur Rahaman
Debasish Banerjee
Muralidhar Nandi

14. GOENKA COLLGE OF COMMERCE & B.A.

Secretary : Madhab ch. Maiti
Treasurer : Manju Mandal
General Council Members : Debashis Maitra
Sajal Kr. Maiti
Tarun Kr. Sarkar

15. GOVERNMENT COLLEGE OF ART & CRAFT

Secretary : Kiran Kr. Sen
Treasurer : Jayanta Chaudhury
General Council Members : Achintya Kr. Bhattacharya
Pradip Kr. Bhattacharya
Pramathes Chandra

16. GOVERNMENT COLLEGE OF EDUCATION, BURDWAN

Secretary : Pranab Kr. Mazumder
Treasurer : Bhabani Prasad Ray
General Council Members : Dilip Kr. Thakur
Harekrishna Mondal

17. GOVERNMENT OF EDUCATION, BANIPUR

Secretary : Sutapa Thakur
Treasurer : Gopal Prasad Mandal
General Council Members : Rabin Manna
Pratap Kabiraj

18. INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION, BANIPUR

Secretary : Gorachand Mallick
Treasurer : Ashrukana Mondal
General Council Members : Arun kr. Roy
Ashim Kr. Bose

19. GOVERNMENT TRAINING COLLEGE, HOOGHLY

Secretary : Pranab Kumar Ganguly
Treasurer : Uday Sankar Das
General Council Members : Somnath Manna
Baishali Basu

20. GOVERNMENT COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION, HOOGHLY

Secretary : Putul Mandal
Treasurer : Malay Mumar Mukhopadhya
General Council Members : Uma Dutta
Shyamal Mazumder

21. GOVERNMENT TRAINING COLLEGE, MALDA

Secretary : Shaktipada Patra
Treasurer : Kartik Chandra Sarkar
General Council Members : Susanta Kr. Dutta
Sumanta Chatterjee

22. HALDIA GOVERNMENT COLLGE

Secretary : Prabir Kr. Sen
Treasurer : Ruksanara Begum
General Council Members : Subrata Roy Chowdhury
Shankha Priya Guha
Mahua Chatterjee
Lakshmi Narayan Maiti

23. HOOGHLY MOHSIN COLLEGE

Secretary : Soumen Bhattacharjee
Treasurer : Sheonath Pandey
General Council Members : Kankan Choudhury
S.M. Hashmi
Joyjit Dhar
Arghya Panigrahi
Ranjit Karmakar
Sumati Majumdar
Ashoke Kumar Mandal
Amaresh Mandal

24. INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN, HASTINGS HOUSE, ALIPORE

Secretary :	Smriti Kana Majumbar
Treasurer :	Rita Sen Choudhuri
General Council Members :	Aparna Banerjee
	Sujata Raha

25. INSTITUTE OF EDUCATION (P.G.) FOR WOMEN, CHANDERNAGORE

Secretary :	Biswanath Bandyopadhaya
Treasurer :	Mahasweta Palaniyandi
General Council Members :	Smriti Ray
	Tapas Kr. Mitra

26. GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AND LEATHER TECHNOLOGY

Secretary :	Swapan Kumar Basu
Treasurer :	Sanjoy Chakraborty
General Council Members :	Goutam Mukherjee
	Kalyan Mahato
	Ashutosh Taraphdar

27. JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE

Secretary :	VACANT
Treasurer :	VACANT
General Council Members :	VACANT
	VACANT

28. JHARGRAM RAJ COLLEGE

Secretary :	Rajkumar Chakraborty
Treasurer :	Ranku Das
General Council Members :	Debnarayan Roy
	Debabrata Das
	Moumita Dutta
	Indranil Acharya
	Ajit Kumar Mahapatra
	Subhashis Sahu
	Ajay Kumar Patra
	Sk. Monowar Hossein

29. KALYANI ENGINEERING COLLEGE

Secretary :	Santanu Das
Treasurer :	Satyendranath Mandal
General Council Members :	Subhashis Maitra
	Mahadeb Rana
	Jagannibas Paul Chowdhary

30. KRISHNAGAR GOVERNMENT COLLEGE

Secretary :	Jayanta Kumar Biswas
Treasurer :	Arindam Das Gupta
General Council Members :	Sankalita Ghosh
	Debabrata Mukhopadhyay
	Jibanananda Jana
	Shilbhadra Chattopadhyay
	Subhajit Sengupta
	Debapriya Bhattacharya
	Swarup Bose
	Anupam Maity

31. LADY BRABOURNE COLLEGE

Secretary :	Kakoli Sinha Roy
Treasurer :	Mitali Bhattacharya
General Council Members :	Aditi Nag Choudhuri
	Parna Ghosh
	Baisali Sinha
	Mou Roy
	Suriti Ray
	Bidisa Chattopadhyay
	Natasa Das Gupta
	Jahan Ara

32. MAULANA AZAD COLLEGE

Secretary :	Jamil Ahmed
Treasurer :	Dabir Ahmed
General Council Members :	Debaprasad Banerjee
	Anis Akhtar
	Biswajit Banerjee
	Narayan Chandra Saha
	Swapan Kumar Chakraborty
	Sachindra Chandra Kar
	Tanvir Ahmed
	Bidyut Kr. Paul

33. PRESIDENCY COLLEGE

Secretary : Narayan Ghorai

Treasurer : Abhijit Datta

General Council Members :
Alokesh Chatterjee
Arunabha Basu
Amitava Chatterjee
Debabrata Mandal
Debalina Banerjee
Syamal Kumar Basak
Sandipan Chakrborty
Bijoy Dey
Jayita Datta
Timir Baran Jha
Kamal Kumar Bandhyopadhyay
Tarun Bera
Supratim Pal

34. SANSKRIT COLLEGE

Secretary : Kishore Kumar Rarhi

Treasurer : Tapasree Das

General Council Members :
Jayanta Kumar Chakraborty
Krishna Bhattacharyya

35. TAKI GOVERNMENT COLLEGE

Secretary : Sudip Kumar Ghosh

Treasurer : Jayanta Mistri

General Council Members :
Panchanan Das
Rupak Saha
Arpan Chakraborty
Dola Chattopadhyay

36. GOVERNMENT COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION FOR WOMEN, DINHATA

Secretary : VACANT

Treasurer : VACANT

General Council Members :
VACANT
VACANT

37. STATE INSTITUE OF PHYSICAL EDUCATION FOR WOMEN HASTINGS

Secretary : Sambhunath Bhattacharya

Treasurer : Swapan Kumar Basu

General Council Members :
Asish Paul
Subhra Basak

WEST BENGAL GOVERNMENT COLLEGE TEACHERS' ASSOCIATION

1, Bankim Chatterjee Street, Kolkata- 700 073

Draft Resolutions

36th Annual Conference—2008

Budget Account and Subscription

1. (a) Resolved that the membership subscription for the year 2008 be fixed at Rs. 300 out of which Rs. 5/- should be fixed for the contribution of the AIFUCTO membership.

   (b) Resolved that one time subscription for Life Membership for retired teachers be fixed at Rs. 1000.00

   (c) Resolved that the Association would raise Special Funds when such exigency arises to help the victims of natural calamities, communal disturbance, etc.

2. Resolved that the audited accounts of the Association for the year 2007 as placed in the conference be approved.
3. Resolved that the budget of the Association for 2008 as placed in the conference be approved.
4. Resolved that M/S Doss and Co, 12, B.B.D. Bag (East), Kolkata- 700 001, be appointed auditors of Association for the year 2008.

General

5. Resolved that the Association in future shall participate in all democratic efforts of working people to undo the overt and covert efforts to further the interest of international capital at the cost of toiling people.
6. This conference expresses its deep concern over the curtailment of EPF rate of interest, Introduction of Pension Regularity Bill, curtailment of subsidy on agriculture and on other matters affecting the interest of common people. This conference also expresses its dismay over the Independent Foreign Policy being perused by the Central Government.
7. Resolved that the Government be moved to extend full democratic right, including the right to strikes to teachers of Government Colleges in West Bengal.
8. This conference resents the move to curtail the grants for higher education on the plea of providing more funds to elementary education and urges on the Union Government to spend at least 10% of GDP on Education.
9. This conference puts on record its concern over the establishment of the Universities in the private sector and resents any move, which leads to gross commercialization of education in general and in higher education in particular.
10. This conference strongly resents the move to close down a number of public

sector undertakings and to reduce number of existing posts in different Central Government Department and public sector units, which with aggravate the enormous problem of unemployment in the country.

11. This conference view with concern the move of fundamental elements to disturb the secular character of our education system and calls upon the secular minded people of our country to put up strong resistance against such misguided activities.

Academic

12. Resolved that in the interest of improving academic excellence of all Government Colleges, a State University comprising the Government Colleges is to be set up immediately.
13. The vacant posts of different categories existing in different Government Colleges including Technological, Training and Art & Craft be filled up immediately.
14. Resolved that the Government be urged to provide immediately adequate teaching and non-teaching posts and infrastuctural facilities for the departments where RG and new courses have been introduced.
15. (a) Resolved that the Librarians be placed in WBES cadre to protect their dignity as academic staff.

    (b) Resolved that all Government College Libraries be modernized with computers, Internet, on-line cataloguing and circulation system facilities and inter-library exchange of books be introduced in the Government Colleges.

    (c) In view of the necessity of preservation of library materials in Government Colleges it is resolved that the Government be urged to constitute a committee for the preservation of books and manuscripts in consultation with the Association. It is also resolved that the Government be urged to make necessary fund be made available to maintain and preserve the above-mentioned documents.
16. This conference opposes the move to grant autonomy to any Government College.
17. Resolved that each teacher should be allowed to attend at least one conference/ seminar in the relevant field within India per year and one International conference outside India in four years with Government assistance. A committee may be formed comprising the DPI/DTE and Education Secretary to consider different applications for attending such courses.

Service Conditions

18. Resolved that the Government should take immediate steps to implement the provisions of the UGC circular No. 1-22/97 U1 dt. 6.11.98 and the State

Government No. 282 Edn, (A) dt. 7.9.99 regarding the career advancement of the Readers to the post of Professors following the existing norms of career advancement of different categories of teachers. Also resolved that for Assistant Professors (SG) and Readers, third promotion be assured after 8 years based on satisfactory service.

19. Resolved that in conformity with HRD ministry of Government of India Order of 27.7.98, the superannuating age of Government College Teachers be fixed at 62 years.

20. Resolved further that the Government be urged to remove the anomalies existing in the matter of re-employment and superannuating benefit between teachers of Universities and Government College Teachers.

21 (a) Resolved that the Government be urged to issue appropriate G.O so that the teachers of all Government Colleges who are stagnating at the end of their Pay Scale may immediately get the benefit of stagnation increment in accordance with other constituent services.

(b) Further resolved that the benefit of fixation as Rs. 14940/ be extended to those teachers who were promoted/ placed to the post of Reader/ Assistant Professor (SG) after 01.01.96 so that they may get the benefit of "next below" rule in respect of these junior colleagues.

(c) Resolved that the benefit of two increments in the scale be given to those teachers who joined the service prior to 1st January, 1996 with Ph.D degree and not enjoyed any increment benefit for the same.

(d) Resolved that Officer-in Charge in different shifts be granted special allowances as it involves additional administrative works apart from academic assignments.

22. (a) Resolved that in the matter of career advancement of lecturers of Government Art College, the service as Assistant Lecturers be counted as qualifying service for the purpose.

(b) Resolved that for the Government Art College the Government Grant Head to be from changed from 225 Art & Culture to 220 (Education).

23. Resolved that the benefits of pay protection and pension (past service count) be extended to those teachers who join WBES after serving Non-Government Colleges and Schools as it has been extended to University and Non-Government College teachers.

24. Resolved that the transfer orders issued be implemented immidiately for the interest of the affecting members.

25. Resolved that the Government be immediately urged to grant headship allowances to those who have been serving as the Heads of the Department and the Heads of the Departments be appointed on rotational basis for a period of two years from amongst the teachers of the institution for academic interest.

26. Resolved that the Government be urged to issue orders sanctioning earned leave to Government College teachers in pursuance of the recommendation of

the pay-commission as has been done in some other vacation departments e.g. Judicial Department. Resolved further that there should be parity in respect of holidays leave in all Government Colleges including the Technological and Engineering Colleges.

27. Resolved that all teachers including Librarians be granted study leave with full pay and other facilities for prosecuting higher study and research and necessary amendment to the existing Leave Rule made for the purpose.
28. Resolved that the Government be urged to replace the practice CCRIACR for teachers of Government Colleges by Open Performance Report and to abolish the system ACR/CCR for career advancement.
29. Resolved that the Government of West Bengal be urged upon to extend the benefit West Ben9al Service (Death-cum-Retirement benefit) Rules, 1971 to the West Bengal Government General Service Officers doing similar jobs of teaching in the under graduate and post-graduate students in technological colleges. The rule provides the concession to add the actual period not exceeding five years to the service of those state education service officers, whose age at recruitment exceeded 25 years.
30. Resolved that the total service period now required for full pension benefit of Government servants be reduced proportionately to the period of relaxation granted for entry into Government services.
31. The 36th Annual Conference of WBGCTA resolves that the Executive Committee and the General Council be authorized to draw up appropriate and time bound programme for the realization of the pending academic and professional demands of the Association as reflected in the resolutions accepted in the conference.

AIFUCTO AND OUR TASKS

ASOK BARMAN

GEN SECRETARY, AIFUCTO

I convey my warmest greetings to the 36th Annual Conference of the West Bengal Government College Teachers' Association and wish it all success. I do hope the deliberations of the Conference would help its members as well as the AIFUCTO to serve the cause of education better.

AIFUCTO, representing more than 5 lacs of teachers in universities and colleges of India has a great tradition of teachers' solidarity and struggle. It is the organization which unified such a large number of teachers across the country. Our great leaders never compromised on democratic norms and the spirit of teachers' unity and had set lofty norms for democratic movements. We should remember the historic struggles organized by the leadership of AIFUCTO since its inception crowned with great achievements. We inherit such great legacy and the present situation demands that we all work together unitedly to enhance the glory of AIFUCTO.

The AIFUCTO now faces lots of challenges. Let us try to enumerate some of them, rather briefly. On this occasion of the conference of the West Bengal Government College Teachers' Association, I would like to share some of my thoughts with my colleagues and friends attending the conference As a!l of you know the immediate agenda is ongoing process of revision of pay scales and service conditions. We have to safeguard the interest of the teachers completely .We are not happy that UGC took unnecessary long time to appoint the Pay Review Committee. However, once the committee is appointed we welcomed the announcement and assured UGC of our assistance and advice as when necessary. We have some unpleasant experience in the past when UGC came out with objectionable recommendations that would not have augured well for the cause of the teachers and the taught. We had a meeting with the Pay Review committee. The meeting was cordial and we feel satisfied that the committee declared that they would depend on AIFUCTO for necessary work on this issue. We have pointed out certain negative aspects of the present scenario of higher education policies of the government and demanded redressai of the same.

The two questionnaires, one for the universities and the other for the colleges were discussed and the suggestions of AIFUCTO were accepted by the Chadha Committee. The AIFUCTO delegation pointed out the lack of parity between the pay and other benefits of Class I Central services and the teachers and the consequent difficulties in attracting and retaining talents in the field of academics.

The AIFUCTO is deeply concerned with some very vital issues which have been engaging our attention for quite some time. The issues include, among others:

(a) The challenges posed by the neo-liberal policies with respect to the weakening of public-funded education system,

(b) The emergence of large number of self-financing institutions including Colleges, Deemed Universities and Private Universities.

(c) The plight of a very large number of part-tme, guest and contractual teachers thereby creating non-homogeneous teacher cadres.

(d) Attacks on R&D sector by the multinational forces trying to squeeze the knowledge base of the developing countries like India.

There has been a steady withdrawal of public funds from the higher education in India since nineties coupled with privatization and commercialization. It is extremely deplorable that as a proportion of total government expenditure, the share of higher education has declined from 1.6 per cent in 1990-91 to 1.2 per cent in 2003-04. In the year 2005, only about 0.4 per cent of the GNP is currently being spent on higher education. There is little doubt that all these have had telling effect on the quantity and quality of higher education in India. This is bound to affect the future development of India. The AIFUCTO pledges to put up strong resistance to such moves and calls upon the teaching community to play a historic role in the battle.

As a direct and unavoidable impact of the gradual withdrawal policy there has been unprecedented growth of the self financing sector. This has extremely harmful effect on the society.Thus, financial capabilities rather than merit is increasingly becoming the factor determining the access. It is the task of AIFUCTO and all its affiliates to fight against such negative developments.Inaddition to this, the increasing magnitude of profiteering activities have created great danger to the cause of education. We are to remain vigilant and spare no pains to oppose and expose these trends.

We have now a very large number of teachers bearing various names: part-timers, guest-facultes, contractual teachers and so and so forth. They are ill-paid, often hired and fired and have no permanent status. Very little has been done to ameliorate the plight of such teachers, number of whom is increasing at a very high rate. It is the duty of AIFUCTO and its affiliates to ensure justice to each one of them.

A major role of education is to participate in R & D to help the growth process of the economy. In a developing country like India a sustained growth of these activities can never be over ephasized.But, we are experiencing growing attack on these activities and to subvert them. We must keep a vigil and fight relentlessly to counter such moves. The widening of knowledge base is a major tool for development. The policies of multinationals designed against this should be countered by all possible means. Long live teachers' unity !

শিল্পায়নে শিক্ষার ভূমিকা

অধ্যপক মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য

উপদেষ্টা, বিশ্ব শিক্ষক মহাসংঘ

গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশের ধারাতে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিংবদন্তী, হিন্দু উন্নয়নের হার পরিত্যাগ করে অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা শতকরা ৮/৯ এর কাছাকাছি থাকছে। যোজনা কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা আলোচনা শুরু করেছেন কি ভাবে একে শতকরা ১০% এ উন্নীত করা যায়। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় লক্ষণীয় ভাবে বেড়েছে। ইতিবাচকভাবেই পৃথিবীর দুই জনবহুলতম দেশ চীন ও ভারতকে এক সারিতে বসিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হচ্ছে। মূল উৎপাদনের ভিত্তিতে ভারতীয় অর্থনীতির উৎপাদন এক ট্রিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে এবং ভারতীয় অর্থনীতির আয়তনে পৃথিবীর ৫ টি বৃহত্তম দেশের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিনিয়োগকারীরা এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলো ভারতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদর্শন করছে।

কিন্তু এরই পাশাপাশি এই স্তরে পুঁজিবাদীবিকাশের ধারায় মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কৃষির উন্নতি হারে প্রায় কোনও পরিবর্তন হয় নি, এবং বাণিজ্য নির্ভরতা কৃষককে অতিরিক্ত ঋণগ্রস্ত করেছে যার ফলশ্রুতি হল ভারতে তথাকথিত উন্নত রাজ্যগুলোতে ক্রমবর্ধমান আত্মহত্যার সরণি। অতিরিক্ত উৎপাদন, নয়া কৃৎকৌশল, রাসায়নিক সার, যা ছিল সবুজ বিপ্লবের চিহ্ন, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে এগুলোর ফলেই সম্পন্ন কৃষকরাও দেউলিয়া হতে চলেছে। শিক্ষা, বিশেষত প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষার অভাবে নিরক্ষর ভারতীয়ের সংখ্যা এখনো পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী। জলসংকট, যা বিশ্বজোড়া উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ায় বহুদেশকেই প্রভাবিত করেছে তা ইতিমধ্যেই ভারতের অন্যতম কঠিনতম সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় ধরণের বেকারত্ব তরুণদের সামনে গভীরতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কর্মহীন উন্নয়নে বিপজ্জনক কৌশল সমাজের দুর্বলতম অংশ নারী, শিশু, তপশীলি উপজাতি ও জাতির মানুষকে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সমাজ ও অর্থনীতির বিকাশে সহাবস্থানকারী বৈপরীত্য বর্তমান উন্নয়ন ধারার মূল বৈশিষ্ট্য।

এদিকে লক্ষ্য রেখেই দেখা যার শিক্ষা ব্যবস্থার বিদ্যমান অবস্থা এবং সেই সঙ্গে বিচার্য হল শিক্ষার কাম্য পরিবর্তনের মধ্যেমে অর্থনীতিতে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব কিনা। ১৯৯০ সালে জম্পতিয়েনে অনুষ্ঠিত "সবার জন্য শিক্ষা" আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বাক্ষরতা মিশনের মাধ্যমে এবং বর্তমানে সর্বশিক্ষা অভিযানের দ্বারা এই প্রক্রিয়া চালু রাখা হয়েছে। সংযুক্ত প্রগতিশীল মৈত্রী সরকার সর্বপ্রথম সরকারী করের ওপর শিক্ষার সেস বসিয়ে প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে। ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের শিশুদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষায় বেসরকারী উদ্যোগকে প্রসারিত করা হয়েছে। কৃৎকৌশলগত এবং বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক বৃত্তির নূতন নূতন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই নূতন বিষয়গুলোই বাজারের সূত্র মেনে ব্যবসায়িক শিক্ষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের স্বাচ্ছল্যের ফলে দেশের স্বচ্ছল ও ধনিকশ্রেণীর সন্তানরা বেশী বেশী সংখ্যায় বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে আরো ভালো শিক্ষার খোঁজে। দেশের এবং বিদেশের বিত্তবান শ্রেণীর সন্তানদের জন্য উচ্চকোটির ব্যয়বহুল নূতন নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় কার্যকারীতার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মধ্যম মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরেজী গৃহীত হয়েছে। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ইংরাজী শিক্ষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মধ্যবিত্ত

এমনকি নিম্নবিত্ত মানুষও তার সন্তানদের ইংরাজী মাধ্যমের নিম্নমানের প্রতিষ্ঠানে বহু অর্থ ব্যয় করে ভর্ত্তি করছে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কাজের পরিবেশ ও শর্তগুলো এই বিশ্বায়ন ও বেসরকারীকরণের ধাক্কায় ক্রমশঃ প্রতিকূল করা হচ্ছে। শিক্ষকতার বৃত্তি যা কল্যানমূলক রাষ্ট্র কাঠামোতে নিরাপদ ও সমগ্র কর্মজীবনের জন্য ধার্য হয়েছিলো তা নিরাপত্তাহীন ও চুক্তিভিত্তিক সময়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে।

শিক্ষার বহুমুখীন লক্ষ্যগুলির অন্যতম হল উৎপাদনশীলতা ও উপযুক্ত দক্ষতা সৃষ্টি করা যাতে শিক্ষান্তে শিক্ষার্থীরা অর্থনীতিতে তার স্থান খুঁজে পায়। আধুনিক শিল্প ক্রমশঃ বেশী বেশী করে জ্ঞানভিত্তিক রূপ ধারণ করার জন্য এখানকার প্রয়োজনীয় শ্রমিকদের আগে থাকতেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা লাভ করতে হয়। অতীতে অনেক শিল্পই সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণতরুণীকে শিক্ষানবীশরূপে গ্রহণ করত এবং তারপর নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থঅ করত। আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশে নির্দিষ্ট সংখ্যায় শিক্ষিত শিক্ষানবীশ নিয়োগ আইন করে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিলো। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত না হলেও এর পরিবর্তন হয়েছে। সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং মানবিক গুণগুলির প্রসার সহ আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের নাগরিকত্বের সঙ্গে সুসমঞ্জস শিক্ষার উদ্দেশ্য নানাভাবে ব্যাহত করা হচ্ছে। সংকীর্ণ উৎপাদনশীলতা এবং বৃত্তিমুখীন শিক্ষা যা কার্যতঃ শিক্ষা না হয়ে প্রশিক্ষণের পর্যায়েই পড়ে সেদিকেই জোর দেওয়া হচ্ছে। জ্ঞানের বিভিন্ন ধারাকে, উৎপাদনমূলক নয় এই ভিত্তিতে বহুক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম থেকে বাদ দেওয়াও হচ্ছে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শিক্ষার মুল দায়িত্ব রাজ্যসরকারের। দুদশক আগে তামিলনাড়ু সরকার ভাষা ও অর্থনীতিসহ সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলিকে এরকম চুক্তিতে বাদ দেবার নির্দেশ দিয়েছিলো। মানবিক বিদ্যা এবং সমাজবিজ্ঞানের চর্চা শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন গণতন্ত্রের নাগরিকদের পক্ষে যে অপরিহার্য সেকথা অনেক সময়েই অদূরদর্শী ক্ষমতাসীন রাজনীতিকরা বুঝতে পারেন না।

মাধ্যমিক শিক্ষার পরে যখন শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ধারা বেছে নেয় সে সময় অর্থনীতিতে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তির দিকে নজর রেখেই বিষয় নির্বাচন করতে হয়। আমাদের দেশে এখনো উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলা, বাণিজ্য ও সাধারণ বিজ্ঞানের বাহুল্য লক্ষিত হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষা চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন ধারায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল। এর প্রধান কারণ যে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ অনেক বেশী। সম্প্রতি বেসরকারী উদ্যোগের ফলে এই ধারাগুলির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েএছ। কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে বহুসংখ্যক এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে. মূলতঃ মুনাফার উদ্দেশ্যে এই সব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বিপুল পরিমাণ কালো টাকার লেনদেন চলেছে অবাধে। এই অব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্ট সহ বিভিন্ন স্তরের বিচারালয় এবং প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা নানারকম আইন-কানুন প্রণয়ন করে অবস্থা সামলানোর চেষ্টা করছে। দেরীতে হলেও আমাদের রাজ্যে একই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এর অভিন্ন ফল হল সাধারণ ধারায় ছাত্র ভর্ত্তি কমে যাচ্ছে। অতীতে স্নাতকস্তরে বাণিজ্যবিভাগে বেশ চাহিদা ছিল। ইদানিং দেখা যাচ্ছে এর চাহিদা ক্রমহ্রাসমান।

যে কোন দেশের অর্থনীতির বিকাশের ফলে প্রথম স্তরে কৃষি সহ প্রকৃতিলব্ধ পণ্যসংগ্রহ এবং এর ওপরে ভিত্তি করে যে শিল্প সেগুলি গুরুত্ব পায়। পরবর্তী স্তরে শিল্প দ্রুত বিকশিত হয়, এবং আথির্ক উন্নতির তৃতীয় স্তরে শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা গুরুত্ব লাভ করে। ভারতের আর্থিক বিকাশেও একই পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে। ভারতের জাতীয় উৎপাদনে সেবাক্ষেত্রে গুরুত্ব লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে চলেছে। বিশ্বায়নের যুগে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে অতি দ্রুত বিকাশের ফলে অনেক ধরনের কাজ সহজেই স্থানান্তর করা যাচ্ছে। আর একদিকে স্বাস্থ্য পরিষেবার নাটকীয় উন্নতির ফলে উন্নত দেশগুলোতে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে চলেছে। এর ফল হল জনসংখ্যায় প্রবীণদের আধিক্য। কর্মক্ষম মানুষের আনুপাতিক অভাবে এই দেশগুলতে কাজের লোকের অভাব দেখা দিচ্ছে। এই

"প্রবীণ জনসংখ্যা" যার অর্থ হল জনগণের মধ্যে প্রবীণদের অনুপাতের বৃদ্ধি উন্নত দেশগুলির জনবিকাশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। কঠোর জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল দেশ চীনেও ঘটছে একই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সমস্যা। আমাদের দেশ এদিকে সৌভাগ্যশালী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিচিত সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ একটি লাভের দিকই দেখা দিয়েছে। যা হোল জনসংখ্যার তারুণ্য। এর ফলেই উন্নত দেশগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের কাজ ভারতের মতো তরুণ দেশগুলোতে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই কম মজুরী হল উদ্যোক্তাদের প্রধান আকর্ষণ। আমেরিকা বা ইউরোপে যে কাজ করাতে খরচ হয় দশ হাজার ডলার সেই কাজই আমাদের দেশে দু'হাজার ডলারে অনায়াসে করানো সম্ভব। ঐসব দেশের কাজ রপ্তানির বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগঠন বা রাজনীতিকরা সোচ্চার হচ্ছেন। কোথাও কোথাও এই প্রক্রিয়া ঠেকানোর জন্য আইন পাশ হচ্ছে। কিন্তু বাজারের শক্তিকে এসব ব্যবস্থায় হারানো যায় না অর্থাৎ ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়া অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু উন্নত দেশগুলির এই 'কাজচুরি'তে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে। এই ক্ষেত্রে ভারতের সুবিধে হল ভাষা বিশেষতঃ ইংরেজীর দক্ষতা। তাছাড়া কম্পিউটারে কাজ করায় ব্যুৎপত্তি। এই সুবিধাগুলো সবটাই শিক্ষা-নির্ভর। অর্থাৎ এই সুযোগকে নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন উপযোগী শিক্ষা।

পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চলছে অবিশ্রান্ত গতিতে। এর নেতিবাচক প্রভাবে বৃদ্ধি ও উন্নয়নের সাথে সাথে অবিরাম গতিতে চলেছে বৈষম্য ও বঞ্চনা। কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলো নয়, উন্নত ধনী দেশগুলিও এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তাই দেখা যাচ্ছে ফ্রান্সের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রনেতা সার্কোজী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এবং ষ্টিগ্‌লিৎজকে আমন্ত্রণ করেছেন সমাজের দুর্বলতম মানুষদের কিভাবে রক্ষা করা যায় পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব থেকে সেই পরামর্শ দেবার জন্য। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শুধুমাত্র শিক্ষা নয়, প্রয়োজন উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ। এই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীগুলির ক্ষমতায়ন।

শিক্ষা ও শ্রেণীসম্পর্ক

অর্পিতা ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্য সামন্ত সমাজে রাজা জমিদারদের অনুগ্রহে, সাধারণ মানুষের দান খয়রাতে দরিদ্র শিক্ষকদের ভরণপোষণ করা হত। তারাও খুব নিম্নমানের জীবনধারণ মেনে নিয়ে এ দায়িত্ব বহন করত। এবং এ পেশা উত্তরাধিকার সূত্রে বাহিত হয়ে চলত। বিদ্যার জন্য আমাদের দেশে কথাই ছিল "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।" ইওরোপীয় পর্যটকেরা মধ্যযুগের ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা জানান তাতেও শিক্ষকরা দরিদ্র। কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে ছেঁড়া ধুতি পরিহিত ভাঁড়ুদত্ত। অর্থাৎ যুগযুগ ধরে সামন্ত সমাজের সংস্কৃতির ধারক বাহক যারা তারাই বঞ্চিত, অনশনক্লিষ্ট। তাদের জন্য একটি নীতি ছিল বিদ্যাদানের বিনিময়ে অর্থ নেওয়া যাবে না। তাদের বরাতে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি। অভাবেই গুরু-শিষ্য সম্পর্ক চলছিল।

এরপর এল বুর্জোয়া সমাজ। সেখানে মানুষের যে সব বৃত্তিকে সম্মান করা হত তারা সে সব বৃত্তির মাহাত্ম্য নষ্ট করেছে। তারা এদের মাইনে করা ভৃত্যের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। সব বিষয়ের মত শিক্ষাকেও লাভের নিক্তিতে মাপা হতে লাগল। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে ঐ বুর্জোয়া নিক্তির বিচারে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। তবে সামন্ত যুগের সঙ্গে তফাত এই যে সামন্ত যুগে জ্ঞানচর্চায় সব অচল অনড় সনাতনের পুনরাবৃত্তি চলছিল। বাইরের জ্ঞানের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। জ্ঞানকে চিরস্থায়ী ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যে বুর্জোয়া সমাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণার ফলে গবেষণার ফলে জ্ঞানের নবনব ক্ষেত্র সৃষ্টি হতে লাগল। বুর্জোয়া শাসিত সমাজে পরিবর্তনশীলতার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃদ্ধি হয়েছে। আবার ধনতান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানার্জন ও অনুশীলনের গতিও সমাজতান্ত্রিক জগতের তুলনায় মন্থর হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষার বিস্তার হয়। শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নিজের দেশের শ্রমিকদের উন্নত শ্রমের উপযোগী করে তৈরি করার জন্য শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে তারা জনশিক্ষার প্রাথমিক ধাপ গ্রহণ করে। এছাড়াও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে যেরকম ধ্যানধারণা সৃষ্টি করলে বিপ্লবকে প্রতিহত করা যায় তারও ব্যবস্থা করেছে। যার ফলে মোহগ্রস্ত হচ্ছে ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের যুবক যুবতীরা। শিক্ষায় পুঁজি খাটানো বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রাথমিক শর্ত এবং তত্ত্ব। তারা মানুষকে জানিয়েছে শিক্ষার ফলে জ্ঞানালোকের সুখভোগ এবং প্রাপ্ত শিক্ষার ফলে উপার্জন। অবশ্য এতে নিজস্ব ব্যক্তিগত লাভ অপেক্ষা ধনতন্ত্রের কাঠামোর লাভ হয় বেশি।

উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষায় পুঁজি খাটানোর লাভ বেশি। সুতরাং দেশের কেন্দ্রিয় সরকার Capital formation-র দিকে বেশি জোর দেয়। কিন্তু জীবনধারণের মান খুব নীচু বলে গোড়াতে পুঁজি গঠন সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে শুধু শিক্ষা নয় উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে যে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা আছে তাতে বাধা আসে। তবে যে পুঁজি নিয়োজিত হয় সে পুঁজিতে সমস্ত সমাজের লাভ হয়। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশে পশ্চাৎপদ বলে বাছাবাছা শিল্পে পুঁজি নিয়োগ হয় তাতে মুনাফার আশা থাকে এবং শিল্পের জন্য শিক্ষিত শ্রমিক প্রয়োজন। সুতরাং তাকে শিক্ষায় পুঁজি নিয়োগের কথা চিন্ত করতে হচ্ছে।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবেষণার জন্য, চাকরি দিয়ে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে যাচ্ছে। তারা আর দেশে ফিরছে না। এই আপাতদৃষ্ট ঔদার্যের পিছনে যা কাজ করেছে, তা

হল I.M.F. দ্বারা উন্নয়নশীল দেশসমূহ শিক্ষার জন্য বহির্দেশীয় সাহায্য দানের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার তৈরী করা যা কিন্তু মার্কিন অর্থনীতিকেই পরিপুষ্টি দান করেছে। সে কারণে ১৯৬৫ সালে মার্কিন ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট পাশ করা হয় এবং জাতি হিসেবে অগ্রাধিকার তুলে দিয়ে ট্যালেন্টকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সেই থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশের খরচায় গড়ে তোলা বিশেষজ্ঞদের বিমা মেহনত ও পুঁজিতে পেয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৫তেই ঐ দেশের অভিজ্ঞ Engineer ছিল মাত্র ১০ ভাগ এবং বিদেশের ১৭ ভাগ। অর্থাৎ এ ধরনের রাষ্ট্র নিজদেশের মুনাফা বৃদ্ধি ও সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বৃদ্ধির জন্য বিশ্বজুড়ে সেচন করে অন্য দেশের তৈরি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যাচ্ছে। তারা 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে' তত্ত্বে বিশ্বাস করে না, তবে কী উপায়ে এবং ব্যবস্থায় পুঁজি খাটালে ধনস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে এ তত্ত্বে তারা এতই আস্থাশীল যে জ্ঞানকেও তারা পণ্য হিসাবে ধরে নিল। এককালে আমেরিকা নিগ্রো ক্রীতদাস ক্রয় করে ও আমদানি করে তাদের অর্থনীতির প্রসার সফল করেছিল। আজকের এই আমদানি ব্যবস্থা কি দাস প্রথার নতুন সংস্করণ নয়?

ফিরে দেখা !

সুব্রত লাহিড়ী

সমিতির এক সহকর্মী বন্ধু বছরের প্রথম দিনেই ফোনাঘাত করে বললেন একটা লেখা দিন। সম্মেলনের স্মারকগ্রন্থে ছাপতে হবে। ঘাবড়ে গেলাম। সাবলীল বাংলা লিখতে জানিনা। তবু। চেষ্টামাত্র। সুযোগ যখন পেয়েছি কিঞ্চিৎ জ্যাঠামো করাই যেতে পারে।

ফ্ল্যাশ ব্যাক-১ ঃ সাদা বাংলায় পিছন ফিরে তাকান। যা বাব্বা বর্তমানে তো 'পিছন' শব্দ ব্যবহারে বড় আপত্তি। যাক্‌গে। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ। কিন্তু বর্তমানে যেদিকেই তাকাই মাতৃদুগ্ধ শুষ্ক প্রায়। দিনে আন্তর্জাতিক ভাষা। রেতে রাজভাষার দাপট। মিডিয়া অভিভাবকেরা তো মুখে সবে বুলি ফুটেছে এমন কচিকাচাদেরও লি'ল চ্যাম্প করার ইঁদুর দৌড়ে, রংচং মাখিয়ে সুস্বাদু চকোলেট করে নাচগানের আসরে পরিবেশন করছে। মা-বাবারাও গদগদ। সব টিভিরই এক রা। পোশাক, ভাষা, লম্ফঝম্ফ তো বাৎসায়নকেও হার মানায়। এসব শুনে এক সহকর্মী বললেন তোমার দৃষ্টি বড়ই নেতিবাচক। আরে বাবা দুনিয়া পাল্টাচ্ছে। পরিবর্তন মেনে নাও। এগুলো প্রগতির লক্ষণ। হবে হয়ত। এতো সোনার পাথরবাটি।

ইদানিং শব্দবাজির দাপট বেড়েছে। না না পটকা নয়। শব্দের বাজিকরদের কথা বলছি। চ্যানেলে মানবদরদী কিছু খবরওয়ালারা তাঁদের ডিকশনারি থেকে কয়েকটা শব্দ বাদ দিয়ে ফেলেছেন। হেজে গেছে। 'দখল' শব্দ আনশুনা করে ফেললেন। আসলে উপসর্গে তাঁদের মন মজেছে। তাই পুনঃ, সু ইত্যাদি যোগে কিছু শব্দ বাজারে ছেড়ে দাও। তাড়িয়ে দিয়েছিল। বাপের ভিটেয় ফিরছে মানুষ। হবে নি। তা হবে নি পুনর্দখল করতে এসেছে। দখল শব্দের আগে 'পুনঃ' আর শীল শব্দের আগে 'সু' যোগে গল্পের গরু গাছে ওঠানোর বাজারী প্রতিযোগিতা। ফাঁকে ফাঁকে বিজ্ঞাপন গুঁজে দাও। টি আর পি হাই। বিজ্ঞাপন গরু দুধ দিচ্ছে তাই কান ধরে যা বলাবে তাই বলতে হবে। পুনর্দখল তত্ত্ব যখন গাঁয়ের মানুষগুলো খারিজ করে দিল, তখন সুশীল তত্ত্ব কাজে লাগাও। সব সুশীল মহাবালক এবং মহাবালিকারা নববর্ণপরিচয় রচনা করে ফেললেন। কেউ কেউ আবার অভিনয়, ছবি আঁকা, গানবাজনা, ফিলিমের গুহা থেকে বেরিয়ে মাদারির খেল দেখাতে শুরু করলেন। সুশীল ভাষায় সুশীল বালকেরা 'গালামৃত' রচনা করছেন। ভাষার মাফিয়ারাজ। সংস্কৃতির মাফিয়ারাজ।

এগারো মাসেও কিছু হল না। তাহলে গণ একাদশী পালন করব। শকুনীর পাশা খেলতে ইদানিং আবার হাড়গোড় খুঁজে বেড়ানোর প্রতিযোগিতা চলছে। চ্যানেলগুলোও ইতিউতি হাড়গোড় খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেন তেন প্রকারেণ তালগোল পাকাতে হবে। কেউ কেউ তো আবার সব সংখ্যা ভুলে কেবল ৩৫৫ আর ৩৫৬ মনে গেঁথে রেখেছে।

জনগণের সরকার সা থেকে সা-এ পৌঁছেছে। না অনেক দিন তো হল। জনগণ কেন যে বারবার এদের ভোটে জেতায়! তাই বেপাড়ার দাদা-দিদিদের ধরে নিয়ে আয়। একটু ধমকে দেবে। ওদিকে আসামে আদিবাসী, উড়িষ্যায় খ্রীস্টানদের মারছে, এনজিও দিদিদের ঘুম ভাঙছে না। এত অনশন করে ফেলছেন তাই চোখ বুজে পড়ে আছেন। তাছাড়া ওখানে তো আর বাম সরকার নেই। একটাই ব্রত। বাম ভাগাও। অনেকে মানত করে দাড়ি বাড়িয়ে ফেলছেন। নেতা-নেত্রী অনেকদিন কোমর কষছেন। এবারে তো আদার সঙ্গে খনিজ জলই পান করলেন।

কী? কৃষি আমাদের ভিত্তি ....। ভিতটা নাড়িয়ে দে। বাড়ি ভেঙে পড়বে। এগারো মাস ধরে চেষ্টা করলেন—নড়েও না চড়েও না। কেমন ভিত!

আরে বাবা এ কোন সিমেন্টের ভিত নয়। দৃঢ় সংকল্প দিয়ে গড়া ভিত। বিপ্লবী চেতনা দিয়ে গড়া ভিত। হিমালয় পাহাড়ের মত। সংগ্রামী আন্দোলনের ধারাবাহিক বিকাশের মাঝে গড়ে ওঠা ভিত।

শিল্প আমাদের ভবিষ্যত.....। বলে কি ভবিষ্যত, দাঁড়া ভবিষ্যতের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে। তাদের কর্মসংস্থান হবে! শহুরে লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েদেরও কর্মসংস্থান হবে! না না এতো হতে দেয়া যায় না। দাদা-দিদি গরজালেন, সব লণ্ডভণ্ড করে দেব। সরকার ইতিবাচক। হলেই হবে। সব ঘেঁটে দেব। নেতিবাচক হতে হবে। শিল্প গড়া চলবে না। চলবে না।

ইতি ভেঙে নেতি মুল্যবোধের ভাইরাস, সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ, সব জায়গায় ঢুকিয়ে দেব। বামফ্রন্ট অ্যান্টিভাইরাস এর কাজ করবে। অ্যান্টিভাইরাসের মধ্যে ভাইরাস ঢুকিয়ে দেনা। এমন টেকনোলজি নেই।

তাহলে?

তাহলে ওদের আশেপাশে পেঁয়াজের রস স্প্রে করে দে। কারো না কারো চোখে কুমিরের মত জল পড়বে। গাছেরও খাবে তলারও কুড়োবে। এক্কেবারে মাদারি কা খেল। চল পান্‌সি বেলঘরিয়া ধর্ণা-ভাঙ্চুর ..... অনশন ..... বন্‌ধ .... বাংলা অচল কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা গানটা কার লেখা রে! বেড়ে লিখেছে, মাইরি। চল ওটাকেই আবাদ করি। তাইলে রাইটার্সে ক্ষ্যামতা পেতে পারি।

নাঃ। হবে না। ওই মানব জমিন আবাদ করেই তো তিরিশ বছর ধরে বামেরা রাজত্ব করছে।

তাহলে মানব জমিন বরবাদ করে দে। এত বছর ধরে তাই তো করা হল। নিশিকান্তরা আসরটাই করল মাটি।

অতঃ কিম্।

ইতি-নেতির লড়াই চলবে। ইতিই জিতবে। নেতির সাড়ে বারো।

ফ্ল্যাশ ব্যাক ২ ঃ ইতি-নেতির দ্বন্দ্ব ফিরিয়ে নিয়ে গেল পঁয়ত্রিশ বছর আগে। ১৯৭২, মার্চ মাস। দার্জিলিং সরকারি কলেজে যোগ দিলাম। মনোরঞ্জন ঠাকুর সবার মনাদার সঙ্গে পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা। তাঁর হাত ধরেই সমিতি করার হাতে খড়ি।

সরকারি আমলাদের শিক্ষক বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সরকারি অফিসাররা (পরে শিক্ষক) সমিতি গঠন করেছিলেন। যদিও আমলাতন্ত্র এখনও শিক্ষক এবং শিক্ষা স্বার্থবিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। পেরে ওঠেন না। কারণ জনগণের সরকারের কাছে বাধা পান।

১৯৭২-৭৭ শিক্ষাজগতের কালো দিনগুলিতে সবাই মিলে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপনে লড়াই করেছে। ৭৭ সালে প্রথম বামফ্রন্ট শিক্ষকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার পেয়েছিলাম।

মনাদার নেতৃত্বে দার্জিলিং-এ প্রথমবার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসুর সঙ্গে সমিতির দাবি নিয়ে দেখা করে অভিভূত হয়েছিলাম।

৭৮-এ বদলি হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এলাম। রোজ বিকেলে সমিতি যাওয়া, সমিতির কাজ করায় কেমন যেন অবর্ণনীয় তৃপ্তি পেতাম। আকর্ষণের কেন্দ্রে তখন সুখেন্দুদা, মানিকদা। ভেতরের তাগিদেই সমিতি যেতাম। যদিও প্রেসিডেন্সিতে বদলি হয়ে এসে সমিতি অফিসে না গেলেও কেউ কিছু বলত না। তবু এতো আমার সামিতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য। যদিও তখনো শিক্ষায় বেসরকারিকরণের থাবা আক্রমণ করেনি। শিক্ষক আন্দোলনের অংশীদার হয়ে পড়লাম।

মাঝে মাঝে মনের কোণে কিছু প্রশ্ন উঁকি মারত ঃ সমিতি কেন করব? পড়াব, মাস মাইনে নেব আর স্ত্রী-কন্যা নিয়ে সুখে ঘর সংসার করব। অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ব? শুধু সরকারি কলেজের কথাই ভাবব? সমিতিমনস্ক বন্ধুদের কাছে শিখলাম শিক্ষার উন্নয়নে এবং শিক্ষকদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের কথা ভাবতে হবে। ভ্রাতৃপ্রতিম শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যৌথ আন্দোলনের অংশীদার হতে হবে। ইতিবাচক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা গণতন্ত্রীকরণের কাজও গুরুত্বপূর্ণ। তাই অন্তরের তাগিদেই নিয়মিত সমিতি যাওয়া।

মনে পড়ে এসপ্ল্যানেড ইস্টে চব্বিশ ঘণ্টা ধরণা। মাঝরাতে রেড রোডে মিহির দেববর্মণের শীর্ষাসন। টহলদার পুলিশ গাড়ীর আগমন। ফিরে যাওয়ার আবেদন। সকালে যশোদা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গরম জিলিপি। সারারাত জেগে আবার বিকেলে সমিতি অফিসে আন্দোলনের পর্যালোচনা।

সমিতির ওপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা গেছে। সমিতির নেতৃত্বের কোন কোন ব্যক্তির সঙ্গে আমলাদের মাখামাখি। শিক্ষকস্বার্থ বিরোধী কাজ। সংকটগ্রস্ত সমিতি। তার আগেই রাজনৈতিক কারণে সমিতি ভেঙে হাতে গোনা কিছু সদস্য সমিতিছুট হলেন। পরবর্তীতে সমিতি বাঁচাতে 'ফোরাম' গঠন। সাধারণ সদস্যদের বোঝানোর পালা চলল। অবশেষে নেতৃত্ব পরিবর্তন। যদিও সবার কাছেই সমিতিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বায়নের হাত ধরে উদারীকরণ, ব্যক্তি মালিকানাধীন করার চেষ্টা অব্যাহত আছে। শিক্ষাও তার আওতায় চলে এল। শিক্ষাকে পণ্য করে তোলার প্রয়াস, বাণিজ্যিকিকরণ, প্রাইভেটাইজেশন, শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ এবং গৈরিকীকরণের তীব্র প্রচেষ্টা। নানাভাবে শিক্ষার ওপর আক্রমণ নেমে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আধিপত্যবাদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিক্ষা সংকটগ্রস্ত হয়েছে। এখন পরমাণু চুক্তির বাহানায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ শানাচ্ছে।

সমিতি সংকটের সময়ে ওয়েবকুটার সঙ্গে যৌথ আন্দোলন করেছে।

ইউ.জি.সি., এন. সি. টি. ই-র মত সংস্থাগুলি যখন শিক্ষার ওপরে আক্রমণ করেছে তখনই সমিতি ইতিবাচক আন্দোলন করেছে। আইফুকটোর নেতৃত্বে আমরা বারম্বার দিল্লী গিয়ে ধরণা বা প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেছি। দিল্লী বা আইফুকটোর সম্মেলনে যাওয়ার সময় ট্রেনে ওয়েবকুটার সদস্য বন্ধুরা সঙ্গী হতেন। ট্রেনে হৈ হৈ করে যেতে যেতে রাজনীতি, দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, সংস্কৃতি, অর্থনীতি বিভিন্ন বিষয়ে আড্ডার ছলে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে গন্তব্যস্থলে এগিয়েছি। হৈ হৈ আড্ডার মাঝে নিজেকে অন্যের আয়নায় দেখেছি। ভুলত্রুটি শুধরে নিয়েছি। তাই তো এখনও বারবার যাই। জীবনের ভাবনা চিন্তার পুনশ্চর্যা হয়। প্রাণভরে নিশ্বাস নিই। সর্বোপরি আইফুকটোর সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা মৃন্ময়দার আন্তরিক শাসন। হিন্দী জানি বলে একটু বেশী গুরুত্ব পেতাম। গোয়ায় দেশের অন্যান্য সরকারি কলেজের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। উড়িষ্যায় আলাদা কনভেনশনও হয়েছিল। খুবই খারাপ লাগে যখন দেখি কোন কোন রাজ্যে অবসরের বয়স ৫৫। কয়েকটি রাজ্যে ইউ. জি. সি বেতনক্রমই চালু হতে কয়েক বছর লেগে গেছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ওয়েবকুটা এবং সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির যৌথ প্রয়াসে বেতনক্রম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকমাসের মধ্যে সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে যৌথ আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা খুবই প্রয়োজন ; বিশেষতঃ যে সময় দেশে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ শিক্ষাকে নিজস্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে।

যৌথ আন্দোলন ছাড়া শিক্ষা আন্দোলন সংগঠিত করা সম্ভব নয়।

শিক্ষায় গেল গেল রব মাঝে মাঝেই ওঠে। একটু আত্মসমালোচনা করা উচিত। 'টিচ্ ওয়েল টিচ্ রেগুলারলি' ডাক দেয়ার পরেও সামান্য কয়েকজন শিক্ষকের কর্মবিমুখতা শিক্ষক সমাজকে কালিমালিপ্ত করেছে। নিয়মিত ক্লাশ না

নেওয়া অধিকারের মধ্যে পড়ে না। আমাদের সমিতি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। সপ্তাহে পাঁচ দিন পাঁচ ঘণ্টা শিক্ষক বন্ধুরা সবাই মিলে এই ডাক সফল করার চেষ্টা করেছেন।

সরকারি কলেজগুলির মূল্যায়নে 'ওয়ান ম্যান কমিটি' গঠিত হয়েছিল। কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়া সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক খামখেয়ালিতে তা দিনের আলো দেখল না।

সরকারি কলেজগুলি নিয়ে 'স্টেট ইউনিভার্সিটি' গড়ে তোলার দাবি এখনও আছে। সরকারি কলেজের পরিকাঠামোর উন্নয়ন হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রক এবং বামফ্রন্ট সরকার সদর্থক পদক্ষেপ নিচ্ছে। অতিসম্প্রতি শিলিগুড়িতে সরকারি কলেজ স্থাপনের দাবি উঠেছে। এই দাবিই সমাজে সরকারি কলেজের গুরুত্ব প্রমাণিত করে।

যদিও বর্তমানে সামগ্রিক বৃত্তিগত সমস্যা অনেক কম। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ওপর ক্রমাগত আক্রমণ শানানো হচ্ছে। তাই মনে হয় আমাদের আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠতেই হবে। সমিতিই পারে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে। কোন নেতিবাচক ভূমিকা আমাদের সংকটে ফেলবে। আগামী প্রজন্মের জন্য ইতিবাচক মূল্যবোধ গড়ে তোলা এবং বাঁচিয়ে রাখাই একমাত্র কাজ।

অবশেষেঃ জ্যাঠামো একটু বেশি হয়ে গেছে তো! কী করব বলুন। মাষ্টারি ছাড়তে পারলাম না।

Industrialization and Higher Education: In search of a harmonious correlation

GARGI NAG

Lecturer in History, Chandernagore Govt. College

Nowadays Industrialization is a buzzword in our state. The mode of state intervention has sparked off a new round of polemics as far as the dialogue in the public arena is concerned. However, in a sense it is a welcome development because people are also learning a lot about different points of view coming from many layers and nooks and corners of our society, thanks to the churning created by public debate. The present article is, one and at the same time, a reflective commitment to and therefore, a proneness to participate in the process by unfurling a harmonious correlation between industrialization and higher education through a constructive re-construction.

Generally when we talk of higher education precisely we tend to mean two things First, more knowledge, that is, knowing more about less, and second, knowing things better and deeper, which goes hand in hand with experiment and innovation. Again both are complementary. Hence the objective of class teaching at higher levels can never be the production of stereotyped ideas, rather aiding the students and nurturing the habit among researchers to think independently as far as possible. Herein we find the value of healthy debate, which is extremely enriching for any discipline and also for development discourse, both its understanding and practice in society at large. So, with more education we are likely to be greater equipped to see things through, view them clearly, optimally, and panoptically. The oft-inflated gap between theory and practice may be used to accord primacy to the practioner over the theoretician, but without theory there can't be any coherent and systematic progress. So, epistemologically we are indebted to higher education and intellectual thinking for their tremendous contribution in the preparation of the development road map of our society. That is to say, in the process of industrialization we may not have sufficient finance for which we have to depend on outside investors, but we are proud of our higher educational institutions playing significant role in providing the supply of skilled human resource continuously. It may, however, evoke skepticism because of the hidden class character of higher education despite the prevailing principle of the equality of opportunity and career open to all. As such, industrialization as the path to development may seem to many as a package tailor-made to absorb those who can afford for higher education.

Unfortunately such partial beliefs are often propagated and whipped up to create false propaganda against the present onrush towards industrial transformation in the state. It is high time we all must realize that today industrialization far from being rhetoric is people's most important development agenda. So, the goods and gains that it will deliver will be universal, collective, and inclusive of all. Keeping with it the need of the hour is to make higher education more accessible to those who are at the bottom line

of the societal hierarchy like the shadow under the lamp. Only then benefits of development could possibly be fairly shared and also its burdens. Seen thus development through industrialization is only possible when it is consistent with and accompanied by corresponding change in higher education, i.e. further broadening its social base without compromising its qualitative aspect. Easier said than done, but in West Bengal the state government's initiative based on democratic conferences at the local and community level to develop a consensual base, harnessing administrative support to ensure concerted synergy to set up new universities, modernizing Madrasha education, to speak a few, are indicative of the egalitarian zeal of its working to expand higher education for reaching out to the rural poor. All these pop up new hope despite the twin problems of unequal centre-state financial relations and the structural constraint of neo-liberal economic regime.

Secondly taking cue from the operation of the market one can also drive home the point that today what we need is harmonious synchronization between industrialization and higher education. Although market functions on the basis of demand and supply, hardly in practice both sides are in perfect equilibrium. Thus our common experience shows how it has become difficult for the graduates and post-graduates to get them employed today than before. The reason is much deeper than the usual alibi of tougher competition. In fact, hitherto the pace at which the institutions of higher learning have proliferated is higher than the growth of capitalist economy in the state. Hence bridging the hiatus is only possible when we will not merely stress upon higher education but more on industrialization and job creation simultaneously. So, in the circumstances, there is no way out but go in for industrial drive.

Finally a note of caution seems important in view of the fact that while industrialization is a must for economic boom and well-being of people, in the age of globalisation we should not naively take its outcomes granted, because indiscriminate large-scale mechanization may end up with undesirable fall outs if its ills and hidden social costs are not adequately gauged. For this we need proper monitoring. But simultaneously so far as development engineering is concerned, interdisciplinary help, as will be necessary from time to time, can be obtained from resource persons in higher education. It does not, however, mean that worth of higher education lies in its instrumental value, but such value at times can prove to be an immensely effective aid to plan the course of industrialization as a means to balanced, sustainable and holistic development in the transition phase of the state. For that reason industry-higher education interface seems simply inevitable.

যারা চলে গেছে অনেকদিন

অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন (পি. জি.) ফর উইমেন, চন্দননগর

'প্রদীপ নিভিয়া যাক্ শুধু জেগে থাক তব আঁখি'
এইকথা ১৯২৫ সালে দ্বিতীয়বার যাকে বলেছিলাম, সে
চিঠি লেখা শিখেছিল। কথামালা পড়ার পর তার
বিয়ে হয়ে যায়। সেদিন জ্যোৎস্না ছিল, আমি আদালত যাইনি,
হাওয়া দিচ্ছিল। পোষা ময়নাপাখি সেদিনই মারা গেছে,
তার বয়স তখন যোলো, আমার বত্রিশ। আমি বলেছিলাম
'প্রদীপ নিভিয়া যাক্ শুধু জেগে থাক তব আঁখি'। আমি
চেয়েছিলাম এই সময়কে প্রাণপনে ধরে রাখি।
ডি. গুপ্তের কুইনাইন এর বিজ্ঞাপনে ভরা কলকাতায়
আমরা বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম চিরকাল। আমাদের তখন
সদ্য বিবাহ, সদ্য প্রেম, তার চোখ অপরূপ ছিল,
জবাকুসুম তেলের গন্ধে দুপুরে যে সূচিশিল্পে লিখেছিল
'প্রাণের দেবতা আমার'....

ধরে রাখতে পারিনি সময়, কোথায় যে গেল সেই জ্যোৎস্নারাত,
সেইসব হাওয়া ও রাত্রির গানের সায়গল।
দেওয়ালে আমারই ছবির ওপর আজ ধূলো, তার ওপর
দূর আকাশের গম্ভীর নীলাভ ছায়া !

সে ছবিতে নেই, সে আসলে ছবি তুলতে লজ্জা পেয়েছিল।

জলছবি

স্মৃতি রায়

ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন (পি. জি.) ফর উইমেন চন্দননগর

অস্ত যাবার আগে—
গোধূলির রঙে রাঙিয়ে দেবে আমার আকাশ,
বলেছিলে একদিন। সেইমতো ফ্যাকাসে জীবনটাকে
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছি আবার।

রঙের নেশায় মত্ত কৃষ্ণচূড়া,
ক্রমশঃ আদিম সম্পর্কের গহীনে।
এই তো সেদিন ওরা জীবনের জলছবি
খুঁজতে পৌঁছে গিয়েছিল বাঘমুণ্ডি।
দাহ্য-স্মৃতি তার হাতড়ায় পাথরের খাঁজ।
মরা নদী ভরা হল এ কোন তীব্রতায় !
পানীয়ের গ্লাসে ছুঁড়ে ফেলা স্ফটিকখণ্ডের মত
নিশ্চলতার তল ছুঁয়ে
এ এক আশ্চর্য উড়ান।

উল্টে দেখি, পাল্টে গেছে সবটাই
স্বপ্নের রামধনু ছেয়ে আছে
ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ।

....
কঠিন অঙ্কগুলোর কী সহজ সমাধান আজ।

উচ্চমাধ্যমিক : সাম্প্রতিক পরিবর্তন সমূহ

ডঃ গোপা দত্ত

ডঃ দেবাশিস সরকার

ছাত্রছাত্রীদের জীবনে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, গবেষণা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায় আছে। নিরপেক্ষ বিচারে এই সব পর্যায়ের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরটির সমধিক গুরুত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। এই পর্যায়টি উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনের তোরণ স্বরূপ। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকখানি নির্ভর করে এই পর্যায়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ওপর। ছাত্রছাত্রীরা তখনো বয়ঃসন্ধির স্পর্শকাতর সীমানাতেই থাকে, তারা তখনো সুকুমারমতি অথচ এই সময়ই উচ্চশিক্ষার ধারা নির্বাচন, ভবিষ্যতের পেশা নির্বাচনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত তাদের গ্রহণ করতে হয়, যার ফলাফল তাদের প্রত্যেকের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়টি গভীর সহানুভূতিময় বিবেচনার দাবি রাখে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রম নিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যে একটা টানাপোড়েন চিরকালই রয়েছে। এ দেশে পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষা ও ডিগ্রি প্রদানের সূচনা পর্বে এই পর্যায়টি কলেজের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। এন্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশনের এফ. এ. আই. এ আই এস সি, আই কম অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়রূপে কলেজে পড়ানো হত। এই পর্যায়টি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলে সমাজে তাকে প্রায় উচ্চশিক্ষিত বলে ধরা হত। প্রি-ইউনিভার্সিটি শিক্ষাক্রমে এই পুরাতন ব্যবস্থারই রূপান্তর আমরা দেখেছি। বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক যেন হাইফেনের মতো বিরাজ করে। তার পাঠক্রম ও পঠ-পাঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিমিত ছায়াপাত শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতের গভীরতর—উচ্চতর শিক্ষার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে। কলেজের পুরোনো মাস্টারমশাইদের কাছে ইন্টারমিডিয়েটের বিশাল ক্লাসে নানা বিষয় পড়াবার গল্প এখনো শোনা যায়। মাধ্যমিক থেকে বিষয় সংখ্যা কমে উচ্চমাধ্যমিক কয়েকটি বিষয়ে এসে দাঁড়ায় কিন্তু তার অধ্যয়ন বেশ নিবিড়তা দাবি করে।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরুতে (১৯৬১-১৯৭৬) একাদশ শ্রেণিটি বিদ্যালয়ে সংযুক্ত হয়ে বিদ্যালয়ের গোটা সময়টি উচ্চমাধ্যমিকসহ চলত এগারো বছর। পাশাপাশি মাধ্যমিক ও প্রি-ইউনিভার্সিটি ধারাটিও ছিল। প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স পড়ানো হত কলেজে। সেটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। উচ্চমাধ্যমিক দায়িত্ব ছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। অষ্টম শ্রেণির পর উচ্চমাধ্যমিকের ধারা (বিজ্ঞান, মানবিকী বিদ্যা, বাণিজ্য) নির্বাচন স্বভাবতই যুক্তিসঙ্গত ছিল না।

১০ + ২ শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য ১৯৭৫-এ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ স্থাপিত হল। ১৯৭৮ এ প্রথম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ঔপনিবেশিক যুগের কিছুটা অনুসরণে স্কুলের পাশাপাশি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ানো শুরু হল। উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের অনেক জায়গায় শুধু উচ্চমাধ্যমিক পড়ানোর জন্য জুনিয়র কলেজ মোটেই দুর্লভ নয়। পাশাপাশি স্কুল ও কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো চলল প্রায় দুই দশকেরও ওপর। তারপর U.G.C-র অনুজ্ঞাক্রমে কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক তুলে নেওয়া হল। এখন বিদ্যালয়েরই সম্পূর্ণ অধিকারে মাধ্যমিকের মতো উচ্চ মাধ্যমিকও। বছর সমাপ্ত করে স্কুল থেকে পাশ করে বেরোলে ছাত্র/ছাত্রীকে এখন বলা হচ্ছে High School Graduate। সংজ্ঞাটি সকলের মনঃপূত না হতে পারে কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের অশেষ গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পাঠক্রম, পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন এগুলি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রতিটি স্তরেই গঠনমূলক চিন্তা ও সময়োপযোগী পরিবর্তন সার্বিক মানোন্নয়ন সম্ভব করে তুলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই বিষয়ে আত্মসন্তুষ্টি কখনোই কাম্য নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখে

ক্রমোন্নয়নের দিকে সর্বদাই দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও বিবেচনায় রাখা দরকার। পাঠক্রম, পঠন-পাঠনের সঙ্গে মূল্যায়ন পদ্ধতিরও পুনর্বিচার প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম ও মূল্যায়নে সাম্প্রতিককালে কিছু যুগোপযোগী আবশ্যিক পরিবর্তন হয়েছে, এই প্রবন্ধে সেই পরিবর্তন সমূহের রূপরেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

পাঠক্রমের পরিমার্জন ঃ

উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রমের দিকে তাকালে অস্বীকার করার উপায় নেই সাম্প্রতিককালের জ্ঞান বিস্ফোরণের প্রতিফলন তাতে সংগতভাবেই পড়েছে। জ্ঞান ভাণ্ডারের এই প্রসারণ ও অফুরন্ত তথ্যপুঞ্জ কয়েক দশক আগেও অভাবনীয় ছিল। একদিকে এই জ্ঞানকে পাঠক্রমে পরিসর দেওয়া অন্যদিকে অনাবশ্যক ভার বর্জন—এই দুটি দিকে ভারসাম্য রেখে উচ্চমাধ্যমিকের পরিমার্জিত পাঠক্রম ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হয়েছে।

পাঠক্রমের এবং পরীক্ষার বিভাজন ঃ

পরীক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানত দ্বিমুখী। নির্দিষ্ট সময়বৃত্তে যা পড়ানো হল ছাত্র তা কতোটা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে তা বুঝে নেওয়া এবং ছাত্রটির যোগ্যতামান নির্ধারণ করা। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ছাত্রমনে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নয়, কিন্তু তা কমিয়ে আনার ওপর জোর দিচ্ছেন বিশ্বজুড়ে শিক্ষাবিদ ও মনোবিদরা। সুতরাং পাঠক্রম ও পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে চাপের সমস্যা অবশ্যই শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, এটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা। পরীক্ষা পদ্ধতির মান বজায় রেখে সংস্কার তাই খুবই জরুরি। প্রাসঙ্গিক বোধে একটি উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল।

"Examination reforms constitute the most important systemic measure to be taken for curricular renewal and to find a remedy for the growing problem of psychological pressure that children and their parents feel. Specific measures include changing the typology of the question paper so that reasoning and creative abilities replace memorization as the basis of evaluation and integration of examinations with classroom life by encouraging transparency and internal assessment. The stress on preboard examinations must be reversed and strategies enabling children to opt for different levels of attainment should be encouraged to overcome the present system of generalised classification."

[Executive Summary : National Curriculum Framework-2005]

পঠন-পাঠনের গুরুত্বকে না কমিয়ে চাপ হ্রাস করার অন্যতম উপায় হল পরীক্ষার বিভাজন। তাই ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম ও পরীক্ষাকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে বিভাজিত করা হয়েছে। পূর্বের ব্যবস্থায় উচ্চমাধ্যমিকে ৫টি বিষয়ে মোট ১০টি পত্র এবং অতিরিক্ত ঐচ্ছিক ১টি বিষয়ে ২টি পত্র—সব মিলিয়ে বারোটি পত্রে বারোশো নম্বরের পরীক্ষা পরীক্ষার্থীকে দিতে হয়। একটি পত্র পিছু তিন ঘণ্টা পরীক্ষার সময় বরাদ্দ করা থাকে। এই অখণ্ড পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ওপর যথেষ্ট চাপ পড়ে তা নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। বৃহদায়তন পাঠক্রমের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক সময় ছাত্র ছাত্রীরা সুবিধাজনক কয়েকটি হ্রস্বতর পন্থা গ্রহণ করে। যথা, সম্পূর্ণ পাঠক্রম অধিগত না করে নির্ধারিত কিছু অংশ বেছে নিয়ে পড়া (Suggestions), না বুঝে মুখস্ত করা (Memorization, Cramming), চাপের ফলে দিশেহারা হয়ে প্রাইভেট কোচিং-রূপী তথাকথিত মুশকিল আসানের শরণাপন্ন হওয়া। এই উপায়গুলির দ্বারা সামগ্রিকভাবে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে ছাত্ররা পারঙ্গম হয় কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। সবাই একমত হবেন যে, বস্তুত এগুলি ব্যাধিলক্ষণ এবং এগুলির নিরাকরণে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

আরো একটি বাস্তব সমস্যা হল সাম্প্রতিককালে উচ্চমাধ্যমিকের পরবর্তী পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলির

গুরুত্ব খুবই বেড়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র চিকিৎসাবিদ্যা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নয়, আইন, বাণিজ্য, নানাধরণের প্রশাসন শিক্ষার কোর্স, নানাধরণের মানবিকীবিদ্যা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কঠিন প্রবেশিকা পরীক্ষার মুখোমুখি হবার জন্য ছাত্রকে তৈরি হতে হয়। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রমের দুটি বৎসরই ঐ প্রস্তুতিরও কাল। অর্থাৎ একই সময়সীমার মধ্যে একদিকে উচ্চমাধ্যমিক, অন্যদিকে বিদ্যা বা বৃত্তিনির্বাচন বিষয়ক প্রবেশিকার কথা মাথায় রেখে ছাত্রকে পড়াশোনা করতে হয়। চাপটা তাই অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়ে। পরীক্ষা পদ্ধতির নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে পরীক্ষাকেন্দ্রিক ভার লাঘবের প্রয়াস গোটা বিশ্বেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতেও একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে প্রায় সব রাজ্যেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা অখণ্ড না রেখে খণ্ডীকৃত করা হয়েছে। দুটি কেন্দ্রীয় বোর্ডও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। বস্তুত বিভাজন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রিক ভার ও আতঙ্ককে লাঘব করা একটি অন্যতম বৈজ্ঞানিক পন্থা। এই পন্থা অবলম্বন করে পরীক্ষাভীতি ও মানসিক অবসাদের ভয়াল আগ্রাসন থেকে ছাত্রসমাজকে রক্ষা করা যায়। পাঠক্রম ও পরীক্ষার চাপে ক্লিষ্ট, উদ্বিগ্ন ও নির্জীব হয়ে পড়ার হাত থেকে তাদের বাঁচানো যায়। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিকে এই মান্য পদ্ধতিই গৃহীত হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকের ৫১টি বিষয়ের দুই বৎসরের পাঠক্রমকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে সুবিভক্ত করা হয়েছে। একাদশ শ্রেণির বাৎসরিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুতির দায়িত্ব সংসদের। একাদশ শ্রেণির বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ, মূল্যায়ন ও ফল প্রকাশ করছে বিদ্যালয়। বিদ্যালয় সেই ফলাফল সংসদে প্রেরণ করছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্বাদশশ্রেণির পাঠক্রমের উপর নির্ভর করে দ্বাদশ শ্রেণির শেষে। এই পরীক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সংসদের। একাদশ শ্রেণির বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলের কোনো প্রতিফলন উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিটে থাকছে না। ২০০৭ সালে প্রথম বিভাজিত পাঠক্রমে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে। ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে ১ জুন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সুপ্রিমকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন প্রতি বছর ভারতের সমস্ত উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড/কাউন্সিলকে বাধ্যতামূলকভাবে ১০ জুনের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হবে।

বিষয়সমূহের প্রসঙ্গভিত্তিক এবং অধ্যায়ভিত্তিক নম্বর বিন্যাস ঃ

পাঠক্রম ও পরীক্ষা বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে পাঠ্যবস্তুর নিবিড় অনুশীলনও ঘটে, কোনো তরলীকরণ (dilution) না হয়। উচ্চমাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি প্রসঙ্গে গুরুত্ব বিচার করে নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে (Unitisation of syllabi)। তার ফলে সাজেশনভিত্তিক পড়া এড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা সমগ্র পাঠক্রমটির সঙ্গে পরিচিত হবে এবং উচ্চমাধ্যমিকের মান সম্পূর্ণ বজায় থাকবে। উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যপুস্তকসমূহে একাদশ ও দ্বাদশশ্রেণির পাঠক্রমের প্রসঙ্গ ও অধ্যায়ভিত্তিক নম্বর উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রথম সংসদ পাঠ্যপুস্তকসমূহকে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে টেক্সট বুক নম্বর প্রদান করেছে। সংসদ অনুমোদিত গ্রন্থসমূহের তালিকা বিদ্যালয়গুলিতে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে বিদ্যালয় তার থেকে পুস্তক নির্বাচন করে তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন। বোর্ড অব স্টাডিজের সদস্যরা পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুসারে নির্ধারিত এই পৃষ্ঠাসংখ্যার ক্ষেত্রে ছাত্রমনের উপর যেন অত্যধিক চাপ না পড়ে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রশ্নপত্রের কাঠামো পরিবর্তন ঃ

মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। ক্রমাগতই নৈর্ব্যক্তিক বা অবজেকটিভ অ্যাসেসমেণ্টের দিকে যাত্রা করা প্রয়োজন। পরীক্ষার খাতা দেখার সময় ছাত্রের লিখন সামর্থ্য পরিমাপন করেন শিক্ষক। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত ঝোঁক (Subjectivity) যতটা কমিয়ে আনা যায় ততই মূল্যায়ন ব্যবস্থাটি ছাত্রমুখী হয়ে ওঠে। নম্বরের স্কেলটিকে ছোটো করে এনে এই সমস্যার অনেকটা সমাধান করা যায়। ছোটো ছোটো নম্বরকে তথ্য ও প্রকাশভঙ্গির বিচারে ভাগ করে নিয়ে মূল্যায়নকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলা যায়। আবার উচ্চমাধ্যমিকের মতো পাঠক্রমে বিবৃতিমূলক উত্তরেরও একটা বিশেষ স্থান থাকা দরকার যেখানে পরীক্ষার্থীর বোধ, দক্ষতা, রচনাশৈলী একটি বিশেষ মর্যাদা পাবে। সব দিকে দৃষ্টি রেখেই উচ্চমাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রের কাঠামোতে পরিবর্তন করা হয়েছে। খুব ছোটো, ছোটো, মাঝারির পাশাপাশি

রাখা হয়েছে কিছুটা দীর্ঘ প্রশ্ন। অতিদীর্ঘ উত্তর কখনোই চাওয়া হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক সংস্কারপন্থী চিন্তাধারার মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই কাঠামোতে। ভাষা বিষয়, গবেষণাগার সম্পর্কিত বিষয়, গবেষণাগারের সঙ্গে অসম্পর্কিত বিষয় এবং বাণিজ্য—এই চার ধারার প্রশ্ন কাঠামো তৈরি হয়েছে। এই কাঠামো অনুসরণ করেই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির প্রশ্নপত্র প্রস্তুত হচ্ছে।

গ্রেডিং ঃ

ধারাবাহিক এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অন্যতম ধাপ হিসেবেই এসেছে মূল্যায়নের আধুনিক পদ্ধতি গ্রেডিং। গ্রেড পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটে ২০০৭ সাল থেকে বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো উচ্চমাধ্যমিকে 'ডাইরেক্ট গ্রেডিং' বা প্রত্যক্ষ গ্রেডিং প্রয়োগ করা হয়নি। যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে তাকে বলা যায় পরোক্ষ বা ইনডাইরেক্ট গ্রেডিং। বিষয়টি নিয়ে চর্চার সময় দেখা গেছে আন্তর্জাতিক স্তরে নানাবিধ গ্রেড বিন্যাস প্রচলিত। গোটা পৃথিবীতে কোনো একটি বা দুটিমাত্র স্কেল এ ব্যাপারে চালু নেই। নানাধরণের স্কেল অনুসৃত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময় পরম্পরা ও আধুনিকতার ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিকের গ্রেড্‌বিন্যাস নিম্নরূপ :

80—100	A+	(Excellent)
60—79	A	(very good)
45—59	B	(Good)
30—44	C	(Satisfactory)
Below 30	D	(Disqualified)

এক একটি গ্রেডে কুড়ি বা পনেরো নম্বরের বিস্তার রয়েছে ফলে ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞানের চুলচেরা বিচার ও অস্বাস্থ্যকর ইঁদুর দৌড়ের বদলে একটি ভারসাম্যময়, স্বস্তিদায়ক কার্যকরী ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে সুফল আনবে আশা করা যায়। তবে এই বিন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্যপূর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থার মূল বনিয়াদটিকে অস্বীকার করা হয় নি।

সকলেই জানেন উচ্চমাধ্যমিকে ছটি বিষয় পড়া যায়। তবে পাঁচটি বিষয় পড়লেও হয়। দুটি ভাষা—মাতৃভাষা ও ইংরাজী, তিনটি কমপালসারি ইলেকটিভ সাবজেক্ট এবং একটি অপশনাল ইলেকটিভ—এই হল মোট সাবজেক্টের ছবি। পূর্বের ব্যবস্থায় অপশনাল ইলেকটিভ সাবজেক্ট থেকে ৩০ শতাংশ নম্বর কেটে সম্মিলিত যোগফলের সঙ্গে যোগ করা হত। বর্তমান ব্যবস্থায় বিষয়ভিত্তিক নম্বর ও বিষয়ভিত্তিক গ্রেড পাশাপাশি দেওয়া থাকছে, সম্মিলিত যোগফলের কোনো জায়গা থাকছে না। অপশনাল ইলেকটিভ সাবজেক্টের পুরো নম্বরই স্বভাবত থাকছে। মার্কশিটে ছটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ নম্বর (Best five) নির্বাচন করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রের সামর্থ্য বিবেচিত হচ্ছে। এটি বর্তমানে ভারতে একটি সুপ্রচলিত পদ্ধতি। অপশনাল ইলেকটিভ সাবজেক্ট সেখানে অন্য পাঁচটি সাবজেক্টের মতো সমান গুরুত্ব পাচ্ছে।

অপশনাল ইলেকটিভ নিয়ে সম্প্রতি বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। কারণ সম্মিলিত যোগফলের সঙ্গে অপশনাল ইলেকটিভের নম্বর যোগ করার প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় ছাত্র ও অভিভাবকের মনে জিজ্ঞাসা জাগছে এই বিষয় নেবার যৌক্তিকতা কোথায়। এর উত্তরে বলা যায় অপশনাল ইলেকটিভ সাবজেক্টের শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। উচ্চশিক্ষার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা ছাত্রের জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। অন্যদিকে সংসদের নিয়মানুসারে তিনটি কমপালসরি ইলেকটিভ সাবজেক্টের কোনো একটিতে অকৃতকার্য হলে বা অনুপস্থিত থাকলে এবং অপশনাল ইলেকটিভ সাবজেক্টে পাশ করলে পরীক্ষার্থী সাবজেক্ট ইনটারচেঞ্জের মাধ্যমে সফল বলে ঘোষিত হয়।

আবশ্যিক আর একটি সাবজেক্ট উচ্চমাধ্যমিকে এসেছে তার উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। সভ্যতার সাম্প্রতিক সংকট বিচার করলে পরিবেশ শিক্ষার গুরুত্ব কেউই অস্বীকার করবে না। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে পরিবেশ

শিক্ষা উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরিবেশ শিক্ষার পরীক্ষা হবে দ্বাদশশ্রেণির অন্তে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায়। এটি প্রতিটি ছাত্রকে পড়তে হবে এবং পাস করতে হবে—৬০ নম্বর রয়েছে প্রোজেক্ট ওয়ার্কে এবং ৪০ নম্বর রয়েছে লিখিত পরীক্ষায়। উচ্চমাধ্যমিকের অন্যান্য পরীক্ষায় ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক দুটি পরীক্ষাতেই আলাদা করে পাস করতে হয়। কিন্তু পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রোজেক্ট ওয়ার্ক ও লিখিত পরীক্ষা মিলিয়ে পাস নম্বর পেলেই পরীক্ষার্থীকে পাস ঘোষণা করা হবে। কিন্তু বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রোজেক্ট ওয়ার্ক এবং লিখিত পরীক্ষা দুটিই আবশ্যিক। এর যে কোনো একটিতে অনুপস্থিত হলে পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য বলে বিবেচিত হবে। ছাত্রদের শুধু পুঁথিগত পরিবেশ শিক্ষায় আবদ্ধ না রেখে আমাদের চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করার অভিপ্রায়েই বিশেষজ্ঞরা প্রোজেক্ট ওয়ার্কে জোর দিয়েছেন।

ফিরে আসি গ্রেডিং-এর আলোচনায়। সম্মিলিত যোগফল না থাকার ফলে ডিভিশন, স্টার মার্কস ও লেটার মার্কসের কোনো জায়গা আর থাকছে না। এই পদ্ধতি পুরোনো পদ্ধতির থেকে কেন ভালো তা নিয়ে শিক্ষাবিদরা কার্যকরী আলোচনা দীর্ঘকাল ধরে করছেন। গ্রেড ব্যবস্থায় ছাত্রদের সামর্থ্যকে শুধুমাত্র নম্বরের স্কেলে না দেখিয়ে একটি গুচ্ছের অন্তর্গত করে দেখানো হয়। এক একটি গুচ্ছকে 'লেটার গ্রেড' A+, A, B, C ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়। বলা বাহুল্য গ্রেডিং এর জটিলতর পদ্ধতিও আছে, আমরা সেই আলোচনায় যাচ্ছি না। এক একটি বর্গের অন্তর্ভুক্ত পরীক্ষার্থীদের সামর্থ্য একই মানের এই প্রতীতিই গ্রেডিং ব্যবস্থার মূল কথা। সূক্ষ্ম নম্বরের ভেদ পরীক্ষার্থীদের মনে যে চাপ ঘনিয়ে আনে গ্রেডিং তা হ্রাস করে। পরীক্ষার্থী বাঞ্ছিত আত্মবিশ্বাসে স্থিত হয়। একটি বর্গে অনেকের সঙ্গে সমষ্টিগত অবস্থিতি তাকে চাপমুক্ত করে। সেই সঙ্গে বিষয়ের দক্ষতার ক্ষেত্রে নিজের গ্রেড্‌কে সে এগিয়ে নেবার উৎসাহ পায়। উদাহরণস্বরূপ একাদশ শ্রেণির বাৎসরিক পরীক্ষায় কোনো বিষয়ে 'বি' পেয়ে ছাত্র 'এ' বর্গের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য উৎসাহিত হবে এটিই আকাঙ্ক্ষিত। বিদ্যালয়ের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে উন্নত করে তোলে সর্বদাই, গ্রেড তাকে এ ক্ষেত্রে সাহায্য করে। প্রশ্ন উঠতে পারে আগের সম্মিলিত যোগফল এবং তৎসম্পর্কিত প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ ইত্যাদি বিন্যাসে সীমাবদ্ধতা কোথায় ছিল যে নতুন পদ্ধতির দরকার হল। এর উত্তরে বলা যায় বিভিন্ন সাবজেক্টে প্রাপ্ত নম্বরের সম্মিলিত যোগফলে এবং ডিভিশনের চিহ্নিতকরণে পরীক্ষার্থীর কোনো বিশেষ সাবজেক্টের দক্ষতা ও সামর্থ্য অনেকসময় আবৃত (masked) হয়ে যায়। পরীক্ষার্থী বহুক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত হীনমন্যতার শিকার হয়। আবার বিষয়গত দক্ষতার সঙ্গে সম্মিলিত যোগফলের সংগতি বিধানের সময় তরুণ মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং উচ্চশিক্ষার ধারা নির্বাচনে এর ছাপ পড়ে যায়, যার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। সম্মিলিত যোগফলের উপর নির্ভর করে ছাত্র-ছাত্রীর মেধা ও ক্ষমতা বিচার তাই জিজ্ঞাসার সামনে দাঁড়ায়। গ্রেডিং যে গোটা বিশ্বে মূল্যায়নের মান্য পদ্ধতি রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে তার অন্যতম কারণ এই পদ্ধতি একটি ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান, বোধ ও দক্ষতাকে তুলনামূলকভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধ ও শৃঙ্খলা দ্বারা বিচার করতে পারে। অতি সূক্ষ্ম নম্বরের ভেদের গুরুত্ব কমিয়ে গুচ্ছকে প্রাধান্য দিয়ে ছাত্রমনে উদ্দীপক উপাদান রূপে কাজ করতে পারে। সমাজে যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং তজ্জনিত মানসিক উদ্বেগ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্ধমান গ্রেডিং তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাই এই পদ্ধতি আকাঙ্ক্ষিত।

সম্প্রতি পরীক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং ছাত্রছাত্রীদের মানসিক চাপ কমাবার লক্ষ্যে সংসদ আরেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ২০০৮ সাল থেকে উচ্চমাধ্যমিক ও একাদশ শ্রেণির বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ের পত্রে প্রশ্ন পড়বার জন্য ১৫ মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত সর্বভারতীয় শিক্ষাভাবনার সঙ্গে যুক্ত। বস্তুত উচ্চমাধ্যমিকে এই অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সময় প্রশ্নপাঠের জন্য দেওয়ার ব্যাপারে ভারতের সব বোর্ড/কাউন্সিল সহমত পোষণ করেছে। ২০০৮ সাল থেকে পরীক্ষার সময়সূচী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হবে। সকালের পরীক্ষা চলবে ১০ টা থেকে ১-১৫ পর্যন্ত এবং ৪৫ মিনিট বিরতির পর বিকালের পরীক্ষা চলবে ২টা থেকে ৫-১৫ পর্যন্ত। পরীক্ষার শুরুতে প্রশ্নপত্র ও খাতা একত্রেই ছাত্রকে দেওয়া হবে। কিন্তু বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে ছাত্রকে পূর্বে প্রশিক্ষিত করা দরকার কীভাবে ১৫ মিনিট ধরে প্রশ্নপত্রটি যথাযথভাবে পাঠ করে বিকল্পগুলি থেকে নিজের পছন্দমতো প্রশ্ন নির্বাচন করে উত্তরদান করতে হবে। এ ব্যাপারে

পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বশীল শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যে তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের সময়ের যথাযোগ্য ব্যবহার শিখিয়ে দেবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস সংসদের আছে।

ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচীতে একটি মস্ত বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে এই বৎসর। আগে তাত্ত্বিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। এই বৎসর থেকে তাত্ত্বিক পরীক্ষার আগে জানুয়ারি মাসে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের পিছনে নানা কারণ রয়েছে। টেস্ট পরীক্ষার পর দীর্ঘ সময় বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্নতা ছাত্রছাত্রীদের দিক থেকে কাম্য নয়। ব্যবহারিক পরীক্ষা আগে অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর যোগ বহাল থাকবে। তাত্ত্বিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই গোটা ভারতবর্ষে এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও নানাধরণের প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। সেগুলি পুরোটাই তাত্ত্বিক — তার জন্য কিছুটা ভিন্ন ধরণের প্রস্তুতিও দরকার হয়। ব্যবহারিক পরীক্ষার চাপের মধ্যে সেই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। জানুয়ারি মাসে চাপমুক্ত অবস্থায় ব্যবহারিক পরীক্ষা ছাত্রদের পক্ষে স্বস্তিদায়ক হবে বলে সংসদ মনে করে। ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে এবং উত্তরপত্র পরীক্ষার ব্যাপারে জানুয়ারি মাস শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষেও সুবিধাজনক হবে বলে সংসদ আশা করে।

সংসদের ওয়েবসাইটটি ২০০২ সাল থেকেই রয়েছে। সময়ের দাবি অনুসারে সেটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। সংসদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মূল দপ্তর ও আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ সহ প্রশাসনিক কাঠামোর সম্পূর্ণ পরিচয় এতে রয়েছে। সংসদের ছাত্র ভর্তি এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধিসমূহ অর্থাৎ Admission and Examination Regulations এই নতুন ওয়েবসাইটে রয়েছে। সংসদ অনুমোদিত টেক্সটবুক নম্বর প্রাপ্ত পাঠ্যগ্রন্থাবলির পূর্ণাঙ্গ তালিকাও সংযুক্ত হয়েছে। সংসদ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গের উনিশটি জেলা জুড়ে ছড়ানো বিদ্যালয়সমূহের তালিকা এতে রয়েছে। সংসদ আশা করে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত এই ওয়েবসাইট ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ, মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ সকলেরই কাজে লাগবে।

ওয়েবসাইটের ঠিকানা (Website Address) :

www.wbchse.nic.in

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ছাত্র স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে সংসদ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাঠক্রমের পরিবর্তন, পাঠক্রম ও পরীক্ষা বিভাজন, পাঠ্যপুস্তকে টেক্সটবুক নম্বর প্রদান, গ্রেডিং এর প্রচলন, এসবই পরিবর্তনের এক একটি ধাপ। পরীক্ষার ফল প্রযুক্তির সাহায্যে সংরক্ষণ এই আধুনিকীকরণের একটি পর্যায়।

১৯৭৮ সাল থেকে ২০০৭ পর্যন্ত সংসদ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ করছে এবং ফলাফল প্রকাশ করছে। পুরাতন পদ্ধতিতে এই ফলাফল সংরক্ষণ করার কয়েকটি অসুবিধা রয়েছে। সনাতন পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য দরকার বিস্তৃত স্থান। ছাত্রসংখ্যা ক্রমবর্ধমান, পুরাতন নথিপত্র জীর্ণ হয়ে যাবার সমস্যাও আছে। যুগোপযোগী আধুনিক সংরক্ষণ এবং দ্রুত পরিষেবার লক্ষ্যে পরিগণক মহাফেজখানা বা Digital Archive নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল।

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। ০৯-০৮-২০০৭ পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নবরূপে ওয়েবসাইট (Website) এবং পরিগণক মহাফেজখানা অর্থাৎ Digital Archive-এর উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক পার্থ দে মহাশয়।

দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফল এই মহাফেজখানা। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের হাতে ডুপ্লিকেট মার্কশীট ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়ার কাজ এখন থেকে তুলনামূলকভাবে দ্রুত ও সহজসাধ্য হবে।

পাঠক্রম পরিবর্তন, পাঠক্রম ও পরীক্ষা বিভাজন, প্রসঙ্গভিত্তিক নম্বর বিন্যাস গ্রেডিং এবং ১৫ মিনিট প্রশ্নপত্র পাঠের জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া সহ উচ্চমাধ্যমিকে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে তার পরিচয় দেওয়া হল। আশা করা যায়, এইসব পরিবর্তন ছাত্রসমাজ ও বৃহত্তর অর্থে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার পক্ষে অনুকূল ও আশাসঞ্চারী হবে।

DOSS & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

C/O, Hari Singh & Sons
12, B. B. D. Bag (East)
1st Floor
Kolkata-700001
Phone No. : 2230-6607

AUDITORS' REPORT

We have examined the annexed Balance Sheet as at 31st December, 2007 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date of West Bengal Government College Teachers' Association, 1, Bankim Chatterjee Street, Kolkata—700 073 and report that they are in agreement with the books of account produced before us.

The Association has prudently increased subscription from members both annual and life by Rs. 100/- and Rs. 500/- respectively. It has also been able to increase collection against advertisements considerably. The revenue of the Association thus covered the expenses leaving a surplus of Rs. 92,113.50. The association has also rightly taken steps to write off old unrealisable outstandings against subscription. conference bill and advertisement. The surplus money contibutiong towards General Fund reflects a healthy picture of the state of affairs of the association.

U.G.C. grant against Seminar expenses should be realised forthwith or it will again affect the General Fund of the association.

Sd/-
Doss & Co.,
Chartered Accountants

Dated 18th January, 2008.

WEST BENGAL GOVERNMENT

1. Bankim Chatterjee Street,

BALANCE SHEET AS AT

LIABILITIES	Amount Rs. P.	Amount Rs. P.
General Fund :		
Balance as per last Account	1,84,937.73	
Add: Excess of Income over Expenditure	92,113.50	2,77,051.23
(Transferred from Income & Expenditure Account)		
Development & Welfare Fund :		
Balance as per last Account		7,956.15
Xerox & Fax Machine Fund :		
Balance as per last Account		1,14,450.00
Relief Fund :		
Balance as per last Account		15,628.00
Movement Fund :		
Balance as per last Account		59,423.30
Bank Suspense Account :		
Balance as per last Account	2312.00	
Less : Liability no longer required	2312.00	Nil
Liability for Expenser :		
Audit Fee for the year, 2007		1500.00
		4,76,008.68

Dated 18th January, 2008
Chartered Accountants.
C/o. Hari Singh & Sons,
12, B.B.D.Bag
Kolkata-700 001.

Harendranath Bhattacharya
General Scretary
W.B.Govt. College Teachers' Association

Debabrata Mondal
Treasurer
W.B.Govt. College Teachers' Association

COLLEGE TEACHERS' ASSOCIATION

Kolkata 700 073

31ST DECEMBER, 2007

ASSETS	Amount Rs. P.	Amount Rs. P.
Furniture and Fixtures :		
Balance as per last Account.	17,181.00	
Less : Depreciation	1,718.00	15,463.00
Xerox and Fax Machine :		
Balance as per last Account	58,174.00	
Less : Depreciation	5,817.00	52,357.00
Members' Subscription Realisable :		
Balance as per last Account	28,600.00	
Less : Collection this year.	10,400.00	
	18,200.00	
Less : Members' Subscription Written off	18,200.00	Nil
U.G.C. Grant Receivable Against Seminar Expenses		36,000.00
Conference Bills Receiavle :		
Balance as per last Account	20,600.00	
Less : Conference Bills Receivable Written off.	20,600.00	Nil
Advertisement Receivable :		
Balance as per last Account	30,000.00	
Less : Received during this year	2,000.00	
	28,000.00	
Less : Advertisement Receivable Written off	28,000,00	
Receivable for this year.	Nil	
Library Fund :		60,000.00
Balance as per last Account		
Loan and Advance :		650.00
Advance for 36th Annual Conference		
Cash and Bank Balances :		50,000.00
Cash with Treasurer		
UCO Bank (Cornwallis St. Br.) :		50,195.06
S.B. A/c. No. 5372/7-10		
Bank of India (College St. Br.)	3,393.62	
S.B. A/c. No. 14320		
	2,07,950.00	2,11,343.62
	Rs.	4,76,008.68

Dated 18th January, 2008
Chartered Accountants.
C/o. Hari Singh & Sons,
12, B.B.D.Bag
Kolkata-700 001.

Signed in terms of our report of even date.

Doss & Co.,
Chartered Accountants

WEST BENGAL GOVERNMENT

1. Bankim Chatterjee Street,

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR

	EXPENDITURES	Amount Rs. P.	Amount Rs. P.
To	'AIFUCTO' Subscription		4,100.00
"	'AIFUCTO' Meeting & Conference		49,417.00
"	Audit Fee		1500.00
"	Accounting Charges		4000.00
"	35th Annual Conference Expenses		2,64,783.00
"	Bank Charges		579.00
"	Computer Maintenance Expenses		4,552.00
"	Depreciation		7535.00
"	Meeting Expenses		31,797.50
"	Office Maintenance Expenses		14,701.00
"	Postage		1,110.00
"	Printing & Stationery		2,243.50
"	Telephone Charges		16,556.00
"	Travelling & Conveyance		15,362.00
"	Type & Photo-copy		580.50
"	Miscellaneous Expenses		8,191.00
"	Advertisement Receivable Written off		28,000.00
	Members' Subscription Written off		18,200.00
"	Conference Bills Receivable Written off		20,600.00
"	Seminar & Symposium Expenses	36.400.00	
"	Less : Receivable from U.G.C.	36.000.00	400.00
"	Excess of Income over Expenditure		92,113.50
"	(Transfered General Fund)		
			5,86,321.00

Harendranath Bhattacharya
General Scretary
W.B.Govt. College Teachers' Association

Debabrata Mondal
Treasurer
W.B.Govt. College Teachers' Association

COLLEGE TEACHERS' ASSOCIATION

Kolkata 700 073

THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER, 2007

INCOMES	Amount Rs. P.	Amount Rs. P.
By Members' Subscription		3,33,100.00
" Life Membership Fee		2,500.00
" Advertisement		2,45,950.00
" Bank Interest		2,459.00
" Liability no longer required (Bank Suspense)		2,312.00
	Rs.	5,86,321.00

Signed in terms of our report of even date.

DOSS & CO
Chortered A ccountants

West Bengal Government College Teachers' Association
(Registered under Societies Registration Act, 1961)
1, BANKIM CHATTERJEE STREET, KOLKATA–700 073
Pn. : (033) 2219-2061, e-mail : wbgcta@vsnl.net, Tele-fax : 2219-2061

Proposed Budget for the year 2008

RECEIPTS	Amount Rs.	PAYMENTS	Amount Rs.
1. Subscription from Membership	3,15,000	1. Meeting Expenses	50,000
		2. Alfucto Subscription	5,000
2. Life Membership	10,000	3. Alfucto Meeting	60,000
3. Advertisement	2,13,000	4. Office Expenses	15,000
4. Bank interest	2,500	5. Travelling Expenses	20,000
		6. Postage	3,000
		7. Audit fee	1,500
		8. Accounting charges	4,000
		9. Seminar	40,000
		10. Repair & Maintenance	2,000
		11. Telephone charges	15,000
		12. Printing & Stationery	15,000
		13. 37th Annual Conference	3,10,000
Total Rs.	5,40,500	Total Rs.	5,40,500

36TH ANNUAL CONRERENCE, 2008
CONFERENCE SUB-COMMITTEES
RECEPTION & REGISTRATION

Krishna Bhattacharya
—*Convenor*
Alokesh Maity
Abu Sayed
Aditi Nag Chowdhuri
Ajoy Mukherjee
Dipankar Sen
Angsuman Sarkar
Nandini Jana
Anita Basu
Anita Mukherjee
Anuva Putatunda
Aparajita Sengupta
Aparna Banerjee
Arpan Chakraborty
Bandana Chakrabory
Bani Mukherjee
Jayanta Sen
Basabi Roychowdhuri
Bhabani Dutta
Bharati Bhattacharya
Bimal Kr. Mandal
Debalina Banerjee
Dilip Mahanti
Dipali Bhattacharya
Gautam Aditya
Ishita Chatterjee
Jahan Ara
Kabita Bairagi
Kakali Sinha Roy
Keshab Chandra Sinha
Krishna Gopalan
Kumkum Guha
Lalita Rai (Ahmed)
Madhumita Manna
Mahadeb Dey
Madhab Maity
Mahashweta Palaiandi
Shrijit Bhattacharya
Manasi De
Mandira Chakrabory
Mansoor Alam
Manu Addy
Jayanta Mondal
Narayan Ghorai
Natasa Dasgupta
Nilanjana Bagchi
Nirmal Pradhan
Papri Bhadra
Parimal Bhattacharya
Prabal Sengupta
Pritam Bandyopadhyay
Pritam Bhattacharya
Pubali Dhar
Rachana Chatterjee
Ranjit Dasgupta
Ratna Chaudhuri
Rita Sengupta
Rupa Banerjee
Sajal Maity
Sanjoy Poddor
Satadip Sarkar
Sebanti Bhattacharya
Seuli Jana
Sandip Patra
Sutapa Thakur
Sudip Ghosh
Sharmistha Mitra
Shrabani Roy
Shubhalakshmi Pandey
Sudipta Chakrabotry
Shukti Shubhra Pradhan
Shyamsundar Sahana
Sujit Bhowal
Sitanath Maji
Snigdha Banerjee
Soma Basu
Soma Ghosh
Subha Manna
Subhashis Karan
Subrata kar
Sucheta Bhattacharya
Sujata Nandi
Sujata Raha
Sujita Bhattacharya
Sumia Mukhopadhyaya
Sumitra Gupta
Sushama Sarkar Bhaduri
Sushanta Mukherjee
Swapna Basu
Swapna Sen
Swati Dutta
Tanwir Ahmed
Tapasree Das
Tarun Kumar Sarkar
Uma Chatterjee
Urmi Raychauchury
Dabir Ahmed
Madhuchanda Bhattacharya
Chaitali Chaudhuri
Sonia Chattopadhya
Shelley Datta

SUB-COMMITTEE

SEMINAR

Harendranath Bhattacharya —*Convenor*	Debosree Bhadra	Santanu Chakraborty
	Aneek Chatterjee	Premangshu Chakraborty
Mou Roy	Mou Mukherjee	Arun Kr. Roy
Baisali Sinha	Jayita Dutta	Sebanti Bhattacharya
Abdus Samad Gayen	Sumanta Mukhopadhyay	Sayantani Mukherjee

MINUTES & RECORD-KEEPING

Deboprasad Banerjee —*Convenor*	Biswanath Banerjee	Santanu Das
	Rajkumar Chakraborty	Shyamal Chakraborty
Prabal Mukherjee	Debnarayan Ray	

REFRESHMENT

Arunava Bose—*Convenor*	Arun Roy	Gorachand Mallick
Saradindu Chakraborty	Santi Bhattachaya	Debasish Sarkar
Anjan Saha	Dilip Chowdhuri	Supratim pal
Arijit Ray	Subrata Ghosh	Biplab Bhattacharya

HEALTH CHECK-UP

Debashis Maitra—*Convenor*	Sudipta Mallick	Piyush Tripathi
Arun Kr. Roy	Gargi Nag	Puruendu Achanya
Tarun Sarkar	Supratim Pal	Byapti
Bidyut Kr. Pal	Sandip Kr. Pandit	Sujit Kr. Ray
Samiran Ghosh	Anjan Saha	Swati Sen

BOOK EXHIBITION

Samir Chakraborti
—Convenor
Shyam Sundar Sahana
Abira Chakraborty
Arun Kr. Roy

Debnarayan Chakraborty
Biswajit Banerjee
Kumkum Guha
Anjan Dutta
Bijoy De

Nirmalendu Shakharu
Soma Basu
Asitabha Das
Tapasree Das

GENERAL ORGANISATION

Anis Akhtar
—Convenor
Ahana Bera
Anindya Sengupta
Ajit Kr. Gope
Jayati Ghatak
Prabir Dasgupta
Pranab Adhikari

Prabir Bhattacharya
Dilip Thakur
Saibal Gupta
Tapas Saha
Shyamal Kumar Chakraborty
Saikat Maitra
Swapan Bhattacharya
Debashish Maitra

Swapan Chakraborty
Tarun Bera
Ram Ch. Bhattacharya
Ranjit Karmakar
Premangshu Chakraborty
Barin Pramanik
Mriganka De-Sarkar
Saurabh Chakraborty

PRESS & PUBLICATIONS

Jayanta Chakraborty
—Convenor
Nandadulal Chakraborty
Prabir Dasgupta
Sipra Ghosh
Tapasree Das
Smriti Roy

Debaprasad Banerjee
Debapriya Bhattacharya
Joydeep Mukherjee
Anjan Saha
Anjan Dutta
Sachhidananda Banerjee
Arpita Bhattacharya

RESOLUTION SCREENING

Niloy Ray
—Convenor
Priti Kr. Roy
Deboprasad Banerjee
Syamal Basak

CULTURAL PROGRAMME

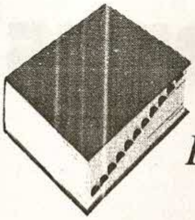
Nina Nandy—*Convenor*
Anindya Sengupta
Manidipa Das
Sravani Ray

Chhanda Basu Chowdhury
Amit Kr. Roychowdhury
Sanghita Sen
Rabin Manna

Azbar Alam
Biplab Chakraborty
Maujushree Mukhopadhyay
Goutam Dutta

With Best Compliments From :

SREEMA



BOOK CENTRE & PAPER CONCERN

Book, Paper & Office Stationary Goods Concern
& General Order Supplier
P.C. Bose Lane (Beside Sri Aurobindo Bhawan)
Krishnagar, Nadia
Contact No. : 03472-258373 (Resi)
Mobile : 9434550760

19/JKB/CH

With Best Compliments From :

SRI KALYAN PODDER

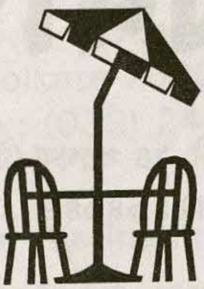


5/7 DAKSHINPARA ROAD
KOLKATA-28

5/SG/C

With Best Compliments From :

GHOSH DECORATOR



Beliaghata,
Kolkata

32/AKB/C

With Best Compliments From :



PARITOSH DATTA

MANUFACTURER OF ALL KINDS OF FURNITURE

GHOSH BABU PARA ROAD,
P.O.—TAKI,
DIST. 24 PGS. (N.)
KOLKATA
Moblie : 9732818490

28/SG/C

With Best Compliments From :

UMA DEY

CITY CENTRE

Durgapur-16

1/BB/C

With Best Compliments From :

N. N. GOSWAMI

2/19 Vidyasagar Avenue

Durgapur-5

3/BB/C

With Best Compliments From :

A WELL WISHER

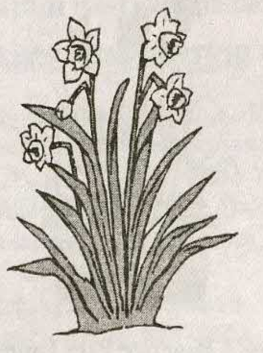
CITY CENTRE

Durgapur-16

2/BB/C

With Best Compliments From :

SRI S. MEHRA



KOLKATA

4/SG/C



With Best Compliments From :

MAHA BODHI BOOK AGENCY

Publisher, Bookseller, Order Supplier, Money Changer

4A, Bankim Chatterjee Street
Kolkata-700073

Tel Fax : (033) 2241-9363/98310 77368
E-mail :
mahabodhibookagency@hotmail.com

27/TD/CH

With Best Compliments From :

TRIO ENTERPRISE



25, BHABANI DUTTA LANE
KOLKATA-73

25/NU/CH

With Best Compliments From :

TRIO ENTERPRISES



A House of Indian & Foreign Books
25, Bhabani Dutta Lane
Kolkata-22198749
Mobile : 9331030780
E-mail ; trïoenterprise@yahoo.co.in

28/HB/Ch

With Best Compliments From :

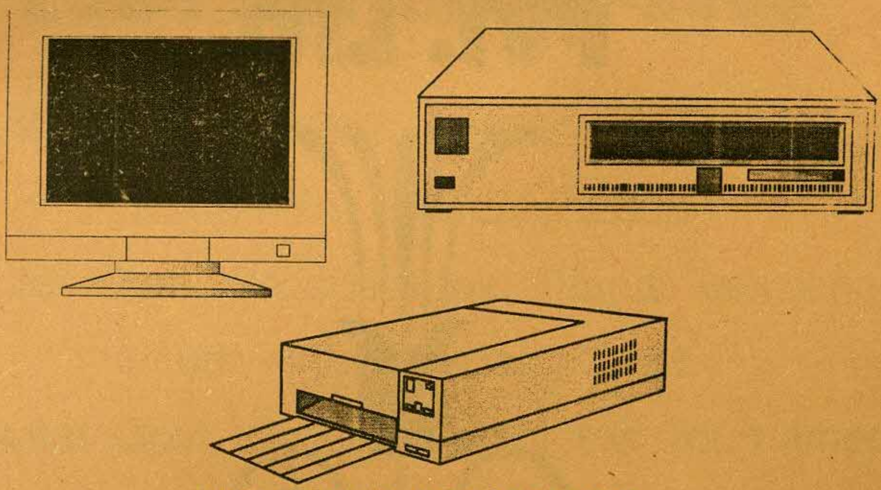
ADS INSTRUMENTS AND TECHNOLOGY

18, N. S. Road
Kolkata-700 001
Moblie : 9836079434

Dealers & Manufacturer of :
Scientific Instruments, Glass Wares & Chemicals

30/AB/CH





JADAVPUR UNIVERSITY

CALCUTTA 700 032 INDIA

Phone : 473-4044

List of

PUBLICATIONS

ENGLISH

1. W. B. Yeats : An Indian Approach (1968)—Dr. Naresh Guha — Rs. 15·00
2. Shakespeare : A Book of Homage (1965) —Edited Prof. S. C. Sengupta (out of print) — Rs. 10·00
3. The Idea of Revenge in Shakespeare (1969)—Dr. Jagannath Chakraborty — Rs. 20·00
4. Shakespeare's Treatment of his sources in the Comedies (1971)—Dr. D. C. Biswas — Rs. 20·00
5. Essays and Studies Vol. I (1968) —Edited Dr. S. C. Sengupta — Rs. 5·00
6. Essays and Studies Vol. II (1972) —Edited Dr. Sisir Chatterjee — Rs. 5·00
7. Essays and Studies Vol. III (1981) —Edited Dr. Jagannath Chakraborty — Rs. 50·00
8. Essays and Studies Vol. IV (1984) — The Romantic Tradition Edited Visvanath Chatterjee — Rs. 25·00
9. Essays and Studies Vol. V (1986) Shakespeare —Edited Debabrata Mukherjee — Rs. 25·00
10. Essays and Studies Vol. VI (1987) Edited Jasodhara Bagchi. — Rs. 50.00
11. Shakespeare Appreciations (1974) Prof. P. K. Guha — Rs. 20·00

BENGALI

1. Kadambari O Gadyasahitye Silpabichar (1968) —Dr. Hrishikesh Basu
   কাদম্বরী ও গদ্যসাহিত্যে শিল্পবিচার (১৯৬৮)
   —ডঃ হৃষীকেশ বসু — Rs. 15·00
2. Kalpanik Sangbadal (1963) —Dr. Madanmohan G wami
   কাল্পনিক সংবদল (১৯৬৩)
   —ডঃ মদনমোহন গোস্বামী — Rs. 5·00
3. Manur Barnashramdharma (1970) —Late Hirendra Nath Dutta
   মনুর বর্ণাশ্রমধর্ম (১৯৭০)- ৺হীরেন্দ্রনাথ দত্ত — Rs. 15·00
4. Asutosh Choudhurir Prabandha Sankalan (1973)—Ed. Debipada Bhattacharya
   আশুতোষ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংকলন (১৯৭৩)
   —দেবীপদ ভট্টাচার্য — Rs. 8·00
5. Rabindra Kabye Alankar (1971) —Dr. Jatadhari Malakar
   রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার (১৯৭১)
   —ডঃ জটাধারী মালাকার — Rs. 20·00
6. Virgil : Eneed (1972) —Ed. Hrikesh Basu and Raber Antowane
   ভার্জিল : ঈনীড (১৯৭২)
   —সম্পাঃ হৃষীকেশ বসু ও রবের আন্তোঁয়ান — Rs. 20·00
7. Bilati Jatra Thekey Swadeshi Theatre (1972)—Ed. Subir Roychoudhury
   বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার (১৯৭২)
   —সম্পাঃ সুবীর রায়চৌধুরী (out of print) — Rs. 4·50
8. Bangla Patrika : Vasa-O-Sahitya (1985) Chief Editor Sunil Kr. Chattopadhyay
   বাংলা পত্রিকা : ভাষা ও সাহিত্য (১৯৮৫)
   —প্রধান সম্পাদক ডঃ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় — Rs. 10·00
9. Bangla Bivagiya Patrika
   বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (১৯৮৫-৮৬)
   —সম্পাঃ পিনাকেশ সরকার — Rs. 10·00
10. Bangla Bivagiya Patrika
    বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (১৯৮৮-৮৯)
    সম্পাঃ সত্যবতী গিরি — Rs. 20·00
11. রোমান্টিক ইশ্‌তেহার
    —ডঃ নারায়ন মুখার্জী — Rs. 20.00

PHILOSOPHY

1. Research Bulletin of Philosophy (1984) Special issue —Editor Dr. S. K. Bhattacharya — Rs. 20·00

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

1. Librarian Organ of the Department of Library and Information Science, Jadavpur University, Vol. II, June 1985 — Rs. 30·00

SANSKRIT

1. Tattasandarbha by Srijiva Gosvamin (1967)—Edited Dr. Sitanath Goswami Rs. 6·00
2. Bhagabatsandarbha by Srijiva Gosvamin (1972)—Edited Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 10·00
3. Paramatmasandarbha by Srijiva Gosvamin (1972)—Edited Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 8·00
4. Sri Bhaktisandarbha by Srijiva Gosvamin (1980)—Edited Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 60·00
5. Studies in the evolution of Bhakti Cult. Part I (1976)—Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 15·00
6. Studies in the evolution of Bhakti Cult. Part II (1981)—Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 80·00
7. Amalananda (1971) —Himanshu Narayan Chakraborty Rs. 15·00
8. Paninidarsanam (1983) —Edited Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 50·00
9. Srikrishnasandarbha and its critical study (1986)—Edited Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 75·00
10. Sri-Pritisandarbha (1988) —Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 100·00
11. Anviksa—Ed. Dr. Ramaranjan Mukherjee
    Vol. I Part I (1966)
    Vol. II Part I (1967)
    Vol. II Part II (1967)
    Vol. III Part I (1968)
    Vol. III Part II & Vol. IV Part I (1969)
    Vol. IV Part II & Vol. V Part I (1970)
    *Vol. V Part II (1971)
    Vol. VI (1972)
    *Vol. VII (1976)
    Vol. VIII (1986)
    Rs. 5·00 each
    —Edited Dr. Rabisankar Banerjee
    *—Ed. Dr. Sitanath Goswami

HISTORY

1. Journal of History Vol. II (1981) —Edited Dr. S. K. Maity Rs. 20·00
2. Journal of History Vol. III (1982) —Edited Dr. S. K. Maity Rs. 20·00
3. Journal of History Vol. IV (1983) —Edited Sipra Sarkar, Nemai Sadhan Bose, Amalendu De, Chittabrata Palit, Pranjal Bhattacharyya,*Ratnalekha Roy Rs. 20·00
4. Journal of History Vol. V (1984) —Edited Sipra Sarkar Rs. 25.00
5. Journal of History Vol. VI (1985-86) Editor Amalendu De Rs. 25.00
6. Journal of History Vol. VII (1986-87) —Edited Dr. Chittabrata Palit Ps. 25·00

ECONOMICS

1. Economic Theory, Policy and Estimation (1972)—Dept. of Economics, J. U. Rs. 15·00
2. Land Reform in Eastern India (1978) Edited Dr. Manjula Bose Rs. 50·00

GEOLOGY

1. Contributions to the Geology of Singbhum (1966)—Prof. S. Deb Rs. 5·00
2. Syngenetic Manganese Formations of India (1966)—Dr. Supriya Roy Rs. 25·00
3. Geology and Ore mineralisation of the Singhbhum Copper-uranium belt, Eastern India (1984) —Sanjib Chandra Sarkar Rs· 220·00

MATHEMATICS

1. Ship Waves and Wave Resistance (1967) —Dr. R. N. Bhattacharya Rs. 35·00
2. Trailing Edge Lift Distribution of Small Aspect Ratio Wings (1979) —Prof. Pradip Niyogi Rs. 16·00
3. Some Aspects of Analytical Studies in Biological & Ecological System (1979) —B. Bhattacharya & D. K. Sinha Rs. 25·00
4. Some Aspects of Studies in Philosophy and Language of Mathematical Modelling (1981) —Edited J. Chakrabarty, P. K. Sen & D. K. Sinha Rs. 40·00
5. Some Fact of Ecodevelopment (1982) Edited Prof. D. K. Sinha Rs. 25·00
6. Studies in Biomedical Sciences and Engineering : Prospectives and Facets (1983) —Edited Prof. D. K. Sinha, Prof. S. Pal and Dr. A. B. Roy Rs. 30·00

ENGINEERING

1. Principles of Power Project Planning (1973)—Manoranjan Dutta Rs. 25·00

BOOKS ARE AVAILABLE AT THE JADAVPUR UNIVERSITY PRESS AND GRANTHALOK, NATIONAL COUNCIL OF EDUCATION, CALCUTTA 700 032

TERMS & CONDITIONS

1. All correspondence should be addressed to THE REGISTRAR, JADAVPUR UNIVERSITY, CALCUTTA 700 032, INDIA.
2. Prices in Rupee do not include cost of postage, freight, packing etc. which are to be borne by the customer. Books are sent to countries outside India by sea mail, postage free.
3. All cheques, drafts and money orders are payable to JADAVPUR UNIVERSITY, CALCUTTA.
4. Discount of 20% is allowed to Booksellers only. Discounts of 40% on the price (excluding V.P. and other charges) of each book are allowed provided the Booksellers, agreeable to act as Agents, buy not less than 10 copies of any publication at a time. Over-riding discount of 5% over and above 40% may be given to the Selling Agents/Distributors willing to sell more than 500 copies of any publication within a limited period of time.
5. All prices are subject to change without notice due to reasons beyond our control.

21/AS/Ch

